শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী।

শ্রীশ্রীশক্তি-বিষয়ক।

গানাৎ পরতরম্ নহি।

১৩১৮

১ম ভাগ—২য় খণ্ড।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী

বিরচিত।

৺কাশীধাম, সোনারপুর হইতে

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ মুন্সী দ্বারা

প্রকাশিত।

সাধক ও ভক্তবৃন্দের

অমূল্য রত্নস্বরূপ।

কলিকাতা

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩১৭ সন।

মূল্য ছয় আনা।

ভূমিকা।

—০—

গীতামৃত-লহরী ১ম ভাগ ১ম খণ্ড ও ২য় ভাগ ১ম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখা হইয়াছে। এইক্ষণ ১ম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইল। ১ম ভাগের ১ম খণ্ডেই লিখা হইয়াছে যে গীতামৃত-লহরী ১ম ভাগ যত খণ্ডেই শেষ হউক না কেন ১ম ভাগে শ্রীশ্রী শ্যামা বিষয়ক গীত থাকিবে, এই সকল গীত অমূল্য-রত্নস্বরূপ। যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত গীতগুলি পাঠ করিবেন, তিনি বুঝিবেন ইহা অমূল্য রত্ন কি না? তবে এই স্থানে একটা গল্প মনে পড়িল :— এক বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দুইটী বালক অন্যান্য অনেক বালকের সহিত অধ্যয়ণ করিত, ঐ দুইটীর মধ্যে একটী বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী অন্যটী শাক্ত। উক্ত দুইটী বালক এক বাসাতে থাকা হেতু পরস্পরে অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। দুই জনেই পাঠ শেষ করিয়া বাড়ী যাওয়ার কিছুদিন পর ঐ বৈষ্ণব বালকটী তাহার বাল্য বন্ধু উক্ত শাক্ত বালকটীর সহিত দেখা করিবার জন্য তাহার বাটীতে যায়। তাহারা উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ছিল। শাক্ত বালকটী বিশেষ অবস্থাপন্ন ধনীর সন্তান এবং বাড়ীতে দাস দাসী অনেক ছিল। বৈষ্ণব বন্ধুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া শাক্ত বন্ধু যারপর নাই আনন্দিত হইয়া একজন চাকরকে ডাকিয়া বলিল শীঘ্র বাটীর ভিতর সংবাদ দাও যে আমার বাল্য বন্ধু আসিয়াছেন ইঁহার আহারের ভালরূপ ব্যবস্থা যেন করা হয়। তখন বৈষ্ণব

বন্ধু বলিল "ভাই তুমিত জান আমি নিরামিষভোজী, এক স্থানে থাকা সময়েও আমার স্বতন্ত্র পাক হইতেছিল। মৎস্য মাংসের সংশ্রবে এমন কি সে ঘরেও আহার করি না।" এই কথা শুনিয়া শাক্ত বন্ধু মাংসের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিল "মাংসের ন্যায় উপাদেয় খাদ্য জগতে আর নাই, যে না খাইয়াছে তাহার জন্মই বৃথা ইত্যাদি ইত্যাদি।" বৈষ্ণব বন্ধু তাহাতে উত্তর করিল যে "যদিচ আমার পূর্ব্বপুরুষ হইতে অদ্যাপি কোন দিনই মৎস্য মাংস আহার করে নাই বা আমিও করি না তথাপি তোমার কথা শুনিয়া একদিন আমায় মাংস খাইয়া দেখিতেই হইবে।" ইহা শুনিয়া শাক্ত বন্ধু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজেই অন্তঃপুরে যাইয়া ৮।১০ প্রকার মাংসের ব্যঞ্জন ও মাংসের পলান্ন ইত্যাদি প্রস্তুত করাইয়া বন্ধুকে ভোজনার্থে ডাকিল এবং দুই বন্ধুই গিয়া আহারের স্থানে বসিল ও বসিয়াই বৈষ্ণব বন্ধুটী বলিল "আমার আহারের স্থানে দুইটী জল ভরা বৃহৎ পাত্র ও একটা বৃহৎ গামলা চাই।" তদনুসারে তখনি তাহা আনিয়া দেওয়ার পর বৈষ্ণব বালকটী জিজ্ঞাসা করিল "এই সকল মাংসের ব্যঞ্জনের মধ্যে তোমার বিবেচনায় কোনটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" শাক্ত বন্ধু অতি আহ্লাদের সহিত তন্মধ্য হইতে একটী ব্যঞ্জন দেখাইয়া দিলে বৈষ্ণব বন্ধুটী ঐ ব্যঞ্জন হইতে এক খণ্ড মাংস লইয়া বাম হস্তদ্বারা জল ঢালিয়া ঐ বৃহৎ গামলা মধ্যে মাংস খণ্ডখানি ধুইতে লাগিল, আর দক্ষিণ হস্তদ্বারা উক্ত মাংস রগড়াইয়া এক পাত্র জল নিঃশেষিত করিয়া আরও এক পাত্রদ্বারা ঐরূপভাবে ধৌত করার পর যখন মাংসের আর ঘৃত মশলার লেশ মাত্র থাকিল না, তখন শাক্ত বন্ধুকে বলিল "ভাই বলত এখন মাংস

খাইয়া দেখি।" শাক্ত বন্ধু অতিশয় দুঃখের সহিত বলিল "এখন খাইয়া আর কি হইবে!" বৈষ্ণব বন্ধু বলিল "কেন? কি হইয়াছে?" শাক্ত বন্ধু বলিল "উহাতে আর কি আছে যে এখন খাইবেন।" বৈষ্ণব বন্ধু বলিল "কেন মাংসত আছেই" তাহাতে শাক্ত বন্ধু বলিল "উহার ঘি মসলাদি সবই গিয়াছে আর উহার এখন আস্বাদন কি পাইবেন।" তখন বৈষ্ণব বন্ধু বলিল "ঘি মশলাত আমি খাইয়াই থাকি, তুমি ভাই মাংসের অত প্রশংসা করিয়াছিলে জন্য ভাবিয়াছিলাম ভাল, এক দিন খাইয়া দেখি না কেন! না হয় প্রায়শ্চিত্ত করিব। এখন বুঝিলাম শুধু মাংসের কোন উপাদেয়তা নাই কেবল ঘি মশলার যোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট হয়, যাহা হউক ভাই আমি পুনরায় স্নান করিয়া আসিতেছি তুমি আমার সামান্য কিছু নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা কর।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই গীতামৃত-লহরীও ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ ইহা কেবল পাঠে ইহার সম্পূর্ণ রসাস্বাদনের আশা কোথায়? সুগায়কের মুখে ভাল রাগিণী রূপ ঘৃত মশলাযোগে গীত হইলে ইহা যেরূপ সুমধুর হইবে, কেবল পাঠে তাহার কণামাত্রও অনুভূত হইতে পারে না, তবে যিনি সাধক ভক্ত ভাবুক বা যাঁহার ছন্দ বোধ আছে তাঁহার কেবল পাঠেও মনোরঞ্জন হইবে আশা করি। অলমতি বিস্তারেণ।

প্রকাশক।

—o—

গীতামৃত-লহরী।

১ম ভাগ—২য় খণ্ড।

—)*(—

সূচিপত্র।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীকাশী বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণাদি বর্ণনাত্মক মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমোচ্ছ্বাসঃ।

——o——

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

দশ মহাবিদ্যা।

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যা স্বরূপ বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস।

তৃতীয়োচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালী বর্ণনং নাম তৃতীয়োচ্ছ্বাস।

—o—

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীনৃত্যকামিনী নামক শ্মশানকালী স্থাপনানন্তরং তৎবর্ণনং নাম চতুর্থোচ্ছ্বাস।

—o—

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

—o—

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস ।

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীজগন্মাতুঃ সমীপে পদকর্ত্তু রাক্ষেপ-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোচ্ছ্বাস।

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং পদকর্ত্তুঃ প্রার্থনং নাম সপ্তমোচ্ছ্বাসঃ সমাপ্তঃ।

——o——

আগমনীর পরিশিষ্ট।

সম্পূর্ণ।

——o——

সম্পাদকগণের মতামত।

শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী ১ম ভাগ ১ম খণ্ড সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩১৬সালের ২রা অগ্রহায়ণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহা দেওয়া গেল, পাঠকগণ দৃষ্টি করুন :—

শ্রীশ্রীগীতামৃতলহরী ১ম ভাগ ১ম খণ্ড স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নারায়ণ মুন্সী প্রণীত। ত্বদীয় পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু নারায়ণ ইহার প্রকাশক। এই পুস্তকখানি আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক। গ্রন্থকারের পিত, শ্রীযুক্ত গিরিশনারায়ণ মুন্সী মহাশয় ভক্ত ও ভাবুক,—পিতার ধর্ম্ম প্রাণতা ও ভক্তি ও ভাব মন্দাকিনীর পুণ্যধার যে ত্বদীয় পুত্রের হৃদয় ভূমিকেও কিরূপ সমুর্ব্বর ও পুণ্যক্ষেত্ররূপে পরিণত করিয়াছিল ৺যোগেন্দ্রনারায়ণের রচিত সঙ্গীত সমূহই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ "ইনি জীবনের প্রথম ভাগে শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতই অধিক রচনা করিতেন।" আলোচ্য গ্রন্থে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। "পরে গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে কেবল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সংক্রান্ত ও ৺বৃন্দাবন লীলাদি বিষয়ক গীতাদিই শেষ জীবন পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন এবং সেই সকল গীতগুলিই অদ্ভুত প্রেম ও ভক্তি-রস পূর্ণ। ইনি প্রত্যহ শ্রীশ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থ পাঠেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। ভক্ত গ্রন্থকার স্বজ্ঞানে নিয়ত রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতির শ্লোক পাঠ করিতে করিতে পরোলোক গমন করেন।"

২য় ভাগে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতগুলি বাহির হইবে। জীবনবৃত্তের ক্ষীণ আভাসটুকু পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়া

আমরা আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কেননা ভক্তি গ্রন্থে গ্রন্থকারের জীবনের ছায়া সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। গ্রন্থকারকে বুঝিতে পারিলে গ্রন্থ বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আগমনী ও বিজয়া—শক্তি স্বরূপিণী দুর্গার বৎসরান্তে পিতৃভবনে আগমন ও প্রতিগমন। দক্ষ যজ্ঞের পর মহামায়া দেহত্যাগ করিয়া হিমাচল ভবনে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বর্ষান্তে দুর্গা একবার করিয়া পিত্রালয়ে আগমন করেন।

স্নেহ প্রেমের পুণ্যভূমি বাঙ্গালায় এই কন্যার পিতৃ গৃহে আগমন ব্যাপারটী কিরূপ আনন্দময় তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। দেবীর আগমনের সঙ্গে কন্যার আগমন কল্পনা করিয়া স্নেহময়ী জননী কিরূপ আগ্রহের সহিত আগমনী সঙ্গীত শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করিয়া চিত্তের আবেগে তাঁহার নয়নকোণে স্নেহাশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠে ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?

বৎসরান্তে প্রাণের পুতলি কন্যার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্য মেনকা অধীরা হইয়াছেন! কন্যার স্নেহের ডোরে টান পড়িয়াছে, তাই স্বামিকে সবিনয়ে দুর্গা জানাইতেছেন;—

"মা মোর আছে কি ম'ল
কে লয় তত্ত্ব তার
সম্বৎসর গত সে হ'ল॥
বাপ অচল মা অচলা
সাধ্য নাই এক পা চলা
তাই প্রাণ আমার বড় উতলা
হিমালয় যাওয়া বুঝি ফুরাল।

দাও বিদায় একবার দেখে আসি
রবনা তিন দিনের বেশী,
নবমীর পরে বাপের ঘরে
রবনা আর একটী তিলো—
তোমায় ছেড়ে কি থাক'তে পারি
মা'য় না দেখলেও প্রাণে মরি
গিয়েই আসিব হবে না দেরি—
বিদায় আমায় দিবে কি না বল ॥

কন্যাহৃদয়ের স্নেহের আকুলতার কি সুন্দর অভিব্যক্তি!

ওদিকে গিরিরাণীও ব্যাকুলা, তিনি গিরিরাজকে ধরিয়া বসিয়াছেন :—

"যাও যাও গিরি যাও গিরিশ—ভবনে
বাঁচাও প্রাণ গিরিজায় এনে, ধরি চরণে ॥
বর্ষ গেল বর্ষা এল শরৎ গেলেই ভরসা গেল
যাত্রা কর কর্ষা হলো উষা লগণে"

শরৎ গেলে আরত তাকে আনা যাবেনা, এ সময় বই ভোলানাথ আর কি তাকে ছেড়ে দেবে?

তাহার পর গিরিজায়া দুর্গা আসিলেন। মায়ের সঙ্গে গিরিজায়ার সাংসারিক প্রসঙ্গে সুখ দুঃখের কত প্রসঙ্গ উঠিল। সে সকল প্রসঙ্গ সঙ্গীতের মধুর রসে সিক্ত হইয়া অতীব মনজ্ঞ হইয়াছে, কিন্তু এই সকল সামান্য প্রসঙ্গের মধ্যে উমা আপনার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের কথা অতি সুন্দররূপে মায়ের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। মেনকা যখন বলিলেন "মাগো, তুই নাকি জামাই সঙ্গে শ্মশানে বাস করিস্?" উমা উত্তরে বলিতেছেন ;—

সাধে কি মাগো আমি ঘোর শ্মশানে রই—
মোর যত ছেলে পেলে
সারাদিন খেলে দেলে
বেলা গেলে খেলা ফেলে
সেথা এলে কোলে লই॥
(খেলার সাথী যারা ঘোর অরাতি
একা সেথা যায় ফেলে এলে কালরাতি
তখন তাদের আর কে রাখে মা আমা বই।

এত প্রসঙ্গের পর বিজয়ার করুণ কোমল চিত্র।

"নবমীর নিশি হলরে অবসান
উমায় নিতে ঐ এল ঈশান।"

মেনকার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মেয়ের ত আর থাকিবার উপায় নাই। মেয়ে যে সেখানে সংসার পাতিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ তা বোঝে কই, বলিতেছেন ;—

যাই যাই ক'রে কেন উতলা
আমার দ্বিতল গৃহের কাছে কি মা
শীতল সেই বেলগাছের তলা॥
কোথা কাটিয়েছ মা শিশুবেলা
বাল্য সখির সাথে বিল্বমূলে কি করেছ খেলা
তখন এইঘর ভালবাসিতে
হেরিত গিরিবাসিতে
কি অসিত কিবা সিতে
এই ঘরেই চাঁদ পূর্ণ কলা॥

মা তখন আত্মজীবন বিস্মিত হইয়াছেন। তাহার শৈশাবলীলা

নিকেতন আজ কোথায়? কিন্তু তবু কন্যাগতপ্রাণ জননী, মেয়েকে একটু খোঁটাদিয়া কহিলেন, তখন তো মা তুই বেলগাছ-তলা ভাল বাসিতিস্ না।” বিষাদকরুণ ভাবের এমন সুন্দর অভিব্যক্তি আমরা বহুদিন দেখিনাই। পড়িতে পড়িতে সত্যই অশ্রু সংবরণ করা দায় হয়। ইহার ২য় ভাগও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা অবগত হইলাম। এই পুস্তকের মূল্য ।০ চারি আনা।

শ্রীযুক্ত মোহিনীনারায়ণ মুন্সী ৺কাশীধাম, সোনার পুরা বা শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিদ্যারত্ন কবিরাজের নিকট ১৭৮ নং কর্ণওয়ালিস-ষ্ট্রীট পুস্তকের প্রাপ্তি স্থান।

আবার ১৩১০ সালের ১৫ই পৌষ ঐ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ২য় ভাগের ১ম খণ্ড সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখুন;—

গীতামৃত লহরী ২য় ভাগ ১ম খণ্ড

এই খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক অনেকগুলি গান আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নারায়ণ মুন্সী। প্রাপ্তিস্থান সোনার পুর, কাশীধাম, প্রকাশক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী, মূল্য ।৵ আনা মাত্র।

গ্রন্থকার মহাশয় পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীপত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার রচিত কতিপয় গান প্রকাশিত হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার অতি অল্প কালই এই নশ্বর জগৎ হইতে পরোলোক গমন করিয়াছেন। * * * আমরা গানগুলি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গভক্তি ও ভক্তিরসের বহুল গান কীর্ত্তন আছে।

রচয়িতা মহোদয় প্রকৃত পক্ষেই যে ভক্তি রসে পরিপ্লুত হইয়া গান গুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহার বহু নিদর্শন সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের হৃদয়ঙ্গম হইবে সুমধুর ভাবে সুললিত ভাষায় ও প্রাণস্পর্শী রচণা নৈপুণ্যে এই গীতামৃত লহরী ইহার নামের সার্থক করিয়াছে। এই সকল গানে চিরদিনই রচয়িতার অমরত্ব বিঘোষিত হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আবার বাঁকুড়া দর্পণে ঐ মাসের ১৭ই পৌষ ১ম ভাগের ১ম খণ্ড সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখুন।

শ্রীশ্রীগীতামৃত লহরী।—১ম ভাগ ১ম খণ্ড। ৺যোগেন্দ্র নারায়ণ মুন্সী প্রণীত। এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুন্সী কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য।০ চারিআনা মাত্র। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহাশয় ২।৩ সহস্র সঙ্গীত রচনা করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি শ্যামাবিষয়ক পদের সমাবেশে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আগমনী ও বিজয়া। সঙ্গীত গুলির আলোচনা করিয়া বুঝিলাম উহাদের প্রত্যেকটী সুধার ভাণ্ডার। পড়িতে পড়িতে ভাবিতে ভাবিতে এক অতিন্দ্রিয় সুখ অনুভূত হইতে থাকে। পদ গুলির ভাব যেরূপ উচ্চ ভাষাও তদ্রুপ পরি মার্জ্জিত। প্রেমভক্তি ভাবোচ্ছাসময় এরূপ উপাদেয় সঙ্গীত গ্রন্থের রসাস্বাদন বহুদিন করিনাই। আজ সে সৌভাগ্য লাভ করিয়া আনন্দিত উপকৃত ও পবিত্র হইয়াছি। গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রায় প্রত্যেক পদই কবিত্ব পূর্ণ ভাবোচ্ছাসময় এবং অনুপ্রাসালঙ্কারে বিভূষিত। বড়ই সুমধুর বড়ই চিত্তাকর্ষক। সুমধুর আধ্যাত্মিক পদাবলী আলোচনায় যাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন তাঁহারা

এ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া প্রকাশক মহাশয়কে উৎসাহিত করুন। পদগুলি বিশুদ্ধভাবে তাললয় সমন্বিত হওয়ায় উহাদের উপাদেয়তা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার যোগ্য; কিন্তু ক্ষুদ্র দর্পণে তাহা অসম্ভব। ২।১টী স্থান উদ্ধৃত করিলেও গ্রন্থের সৌন্দর্য্য নষ্ট করাহইবে তজ্জন্য এ বিষয়ে বিরত থাকিলাম। * * *

প্রকাশক মহাশয় স্বর্গীয় গ্রন্থকারের সমস্ত পদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশে কৃতকার্য্য হইলে উভয়েরই অক্ষয় কীৰ্ত্তি জগতে বিঘোষিত হইবে। ভক্তমণ্ডলী এই সাধু উদ্যমে সুযোগ্য প্রকাশক মহাশয়কে প্রোৎসাহিত করিতে সঙ্কোচিত হইবেন না, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। গ্রন্থখানির ছাপা কাগজ সুন্দর রূপই হইয়াছে। এ জেলার সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট এ গ্রন্থের সমাদর হইলে আমরা বাস্তবিকই নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিব। গ্রন্থ প্রাপ্তির ঠিকানা শ্রীমোহিনীনারায়ণ মুন্সী পোঃ সেরপুর জেলা (বগুড়া)

আরও দেখুন;—ভট্টপল্লী নিবাসী অধুনা কাশীবাসী জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত ও ভদ্র ও সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণ পদকৰ্ত্তার প্রণীত গীত শ্রবণ করিয়া যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় জন্য অন্যান্য গুলি না দিয়া কেবল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত নিম্নে দিলাম।

বগুড়া সেরপুর নিবাসী উদারচেতা জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিশ নারায়ণ মুন্সী মহোদয়ের পুত্র কাশী-মৃত যোগেন্দ্র নারায়ণ প্রণীত ভক্তি রসোদ্দীপক গীতাবলী বারম্বার শ্রবণ করিয়াছি

তথাপি শুশ্রূষানিবৃত্তি নাই। আমার বিশ্বাস উক্ত প্রণীত সঙ্গীত সমূহ মনোযোগ পূর্ব্বক সমালোচনা করিলে পারমার্থিক রসহীন হৃদয়েও শক্তি, শিব বিষ্ণু ভক্তির পূর্ণ সঞ্চার বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাভিষেক অবশ্য হইবে। কালে এই গীতসমূহ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সবিশেষ আদরণীয় হইবার সম্ভব। ইতি ২৮শে কার্ত্তিক ১৩১৫।

—o—
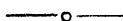
ভ্রম-সংশোধন।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৯	তা	তায়
৫	৩	যেই	যে
১১	২	কুণ্ডল	কুন্তল
১৬	৪	ভীষণা	ভীষণ
১৬	৬	তার	তাঁর
১৮	৩	দিক্	দিক
১৮	১৭	মুকট	মুকুট
১৯	১৮	চতুভুজে	চতুর্ভুজে
২২	৭	॥	;—
৪০	১৩	ভৈরবী আড়া-কাওয়ালি মধ্যমান	ভৈরবী—আড় কাওয়ালী কি মধ্যমান
৪৩	২	পিলুছুঁদ—একতালা	পিলু—ছুঁদ একতালা
৪৩	১২	হানা	হানা ॥
৫৩	৮	প্রবোধেণ নাম	প্রবোধো নাম
৫৪	৭	বন্দি	বন্দী
৬০	৬	আমার	আমায়
৬১	৮	কালী	কালি
৬২	১০	দেখেনা	দেখ মা
৬২	১৮	ঘরেয়	ঘরের

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৩	১৮	ওগার	উগার
৬৫	১৪	ওজে	ও যে
৭৫	১৫	—০—	—০— এই চিহ্ন হইবে না। এখানে গান শেষ হয় নাই
৮০	৫	মাংপাক্তি	মাম্পাক্তি
৮০	৭	মত	মম
৮০	১০	ভবরাণী মা	ভবরাণী-মা
৮৭	১২	লেতু	তুলে
৮৭	১৩	॥	,
৯৫	১২	সজে	সাজে
৯৬	১৪	স্বহায়িনী	সহায়িনী
৯৬	১৫	প্রেমোচ্ছাপে	প্রেমোচ্ছাসে
[illegible]৩	১১	আভরণ	অভরণ

—০—

গীতামৃত-লহরী।

১ম ভাগ—২য় খণ্ড।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

সুরট মল্লার—একতালা।

চরম চির বিরামধাম পরম রম্য কাশী নগরী।
ধরণীর শির-ভূষণ রূপে শোভে শম্ভুত্রিশূলোপরি ॥
রাজা শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ, রাণী অন্নপূর্ণেশ্বরী।
দীনদৈন্যে, হীনপুণ্যে, তোষে, পোষে কৃপা বিতরি ॥
পুরীর পঞ্চ ক্রোশ বিস্তৃতি, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থিতি,
এরণ্ড-দল আকৃতি, হেরম্ব দ্বারপ্রহরী।

হেথা সর্ব্ব তীর্থ বিদ্যমান, সাধকগণ সিদ্ধস্থান,
মেখলাকারে বরুণা, অসী, বিরাজে পুরী বেষ্টন করি ॥
জানি না নিগূঢ় কাহিনী, হেথা গঙ্গা বিলোমবাহিনী,
পরমাদরে পুরীর পাদ প্রক্ষালিছে ও পূতলহরী ;—
হেথা দেহ অন্তে পায়রে মোক্ষ, মানব দানব যক্ষ রক্ষ,
কীট পতঙ্গ, বন-বিহঙ্গ, তৃণ গুল্ম তরু বল্লরী ॥
এযে-জীবন মরণ সুখদ ধাম, আনন্দ কানন নাম,
তায় ফোটে জ্ঞান-কুসুমদাম, ছোটে ভক্তি
প্রেম-নির্ঝরী ;—
যখনি জীবন হবে রে অন্ত, আপনি হর তারক মন্ত্র,
ফুকারিবে তোর শ্রবণ রন্ধ্রে তাকি যোগেন্দ্র আছ
পাশরি ॥ ১

—০—

আলিয়া—একতালা।

পিতার কোন গুণ পেলেম না আমি।
হায় রে পিতা পরম যোগী, নির্ব্বিকার নিরোগী,
আমি ঘোর সম্ভোগী, বিকারগ্রস্ত রোগী,
পিতা মোর বিরাগী, আমি অনুরাগী,
পিতা নিষ্কাম আমি কামী ॥

পিতা আশুতোষ, অল্পে তোষ তাঁর,
আমি কিছুতেই নই তুষ্ট, আশা মোর অপার,
পিতা শ্মশানচারী, আমি ঘোর সংসারী,
সতত কুপথগামী॥
পিতার ভালে চাঁদ, মোর ভালে কলঙ্ক,
পিতা কালের কাল, কালে মোর আতঙ্ক,
আমার নিজেরি যে চিত্ত, তাতেই নাই কর্ত্তৃত্ব,
পিতা আমার ভবের স্বামী॥
বিশ্বদাহ-বহ্নি পিতার ভালে জ্বলে,
মোর পোড়া কপাল স্বীয় কর্ম্মানলে,
আমি—আত্ম-বিস্মরিত দারুণ মোহের ছলে,
পিতা আমার অন্তর্যামী॥
একটী গুণ মাত্র পেয়েছি পিতার,
সুধা ত্যজে করি সদা বিষাহার,
ফল তার বিপর্য্যয়, পিতা মৃত্যুঞ্জয়,
আমি মৃত্যুর অনুগামী॥
যোগেন্দ্র কয় মন কেন রে বিষাদ,
পিতৃগুণ পেতে থাকে যদি সাধ,
ত্যজে বিষয় সাধ, পিতায় গিয়ে সাধ,
দেহ প্রাণ দিয়ে প্রণামী॥ ২

ললিত বিভাষ—কাওয়ালী।

যেই কাশী সেই বৃন্দাবন।
আনন্দকানন নির্ব্বাণ-নিকেতন।
হরের ভিতরে হরি, বিহরে অষ্ট প্রহরি,
তাকি তুমি জাননা রে ভ্রান্ত মন॥
শিব—মুখে কয় জ্ঞানযোগ, বুকে তার প্রেমোন্মাদ,
বাহিরে বাজায় শিঙ্গা, অন্তরে মুরলীনাদ,
গুরু করুণা করেছে যায়, সেই তা শুনিতে পায়,
সেই তানে অন্নদায়, করে আকর্ষণ॥
হেথা—চিদানন্দময়ী রাধা, মাতৃভাব ধরি সদা,
পীযূষান্ন করে হরে বিতরণ;—
আবার—সঙ্গোপনে দিবানিশি, শঙ্করের অঙ্গে মিশি,
ব্রজের মাধুরী করে আস্বাদন;—
অপূর্ব্ব মধুর সেই মুরলীর ধ্বনি শুনি,
দে'খে সে প্রেমের খেলা দ্রব হ'য়ে সুরধুনী,
স্বপত্নী বিদ্বেষ ভুলি, আনন্দ লহরী তুলি,
হ'য়ে—উজান বাহিনী সেবে যুগল চরণ॥
পূরী—অগণ্য আহিরে ঘেরা, বাহিরে ভৈরব তারা,
অন্তরে অপার দয়া অনুক্ষণ;—

ভীষণ পাপীর চক্ষে, পুণ্যবানে করে রক্ষে,
কাশীবাসে অধিকারী হয় যেই জন ;—
চৌষট্টি দণ্ডে * হয় দিবা আর যামিনী,
চৌষট্টি রস স্বরূপা চৌষট্টি কামিনী,
তাদের, অন্তরে গোপিনীর কাজ,
বাহিরে যোগিনীর সাজ,
যোগীন্দ্রে গোবিন্দ ভাবে করে আরাধন ॥ ৩

—o—

সাহানা কামোদ—একতালা।

কেন ভেদ ভাব শ্যামাশ্যামে।
জীবের ঘুঁচাতে ঐ ভ্রান্তি,
নীরদকান্তি, শ্যাম-শ্যামা হলেন ব্রজধামে ॥
এক মাত্র সেই ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়,
অনাদি অনন্ত বেদে যাঁরে কয়,
সে যে—অদ্বৈত অব্যয়, কভু দ্বৈত নয়,
খ্যাত সে অনন্ত নামে ॥
মোহান্ধ মানবে দিতে উপদেশ,
যুগে যুগে ধরে নানারূপ বেশ,

* দিব্য মানে—৬৪ দণ্ডে অহোরাত্র হয়।

কভু, হয়ে উদাসীন, পরিয়ে কৌপীন,
বিলায়—প্রেমভক্তি গ্রামে গ্রামে ;—
কভু, অসিতারূপিণী ধ'রে অসিলতা,
দেখায় রে রমণীর রণনিপুণতা,
যোগীন্দ্র হইয়ে শিখায় যোগের প্রথা,
প্রকৃতিরে লয়ে বামে ॥ ৪

—o—

মূলতান বাগেশ্রী—একতালা।

মাধুরীর খনি, মূরতিখানি, নিরখিল কে রে নিরজনে।
করুণা মাখায়ে আঁকায়ে কে আঁখি,
হারাতে হরিণী খঞ্জনে ॥
নধর অধরে সুধার ঝরণা,
বামা, বিধুবিজড়িত বিজরিনয়না,
তায়, হতেছে ভ্রান্তি, তড়িত কান্তি,
জড়িত শান্তি কিরণে ;—
সুন্দর শ্যামল, চাঁচর কুন্তল,
এলায়ে পড়েছে জঘনে ॥
লাবণ্যে উজ্জ্বল, আস্য ঢল ঢল,
হাস্য তাহে মৃদুমন্দ ;—
ললাটে আধ শরতচন্দ্র, অঙ্গে কুমুদ-গন্ধ ;

বাসব কেশব বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত,
পীযূষ লাঞ্ছিত, পায়সে পূরিত,
হেমময় থালা, করে ধরি বালা,
বিরাজে রতন আসনে ;—
হয়ে প্রেমে-বিগলিত, সেই পঞ্চামৃত,
বিতরিছে পঞ্চাননে ॥
ভোলা, ভাবে বিভোলা, কক্ষে ঝোলে ঝোলা,
জটাজূট দোলে পৃষ্ঠে ;—
পাতি দুটি কর, অন্নদারে হর,
নিরখিছে স্থির দৃষ্টে ;
পাবে নিত্যসুধা, আর নাহি ভয়,
ভব-ক্ষুধাহরা ভবনে উদয় ;
ভকতি প্রেম-সুষম কুসুম,
সঁপরে রাতুল চরণে ॥ ৫

—o—
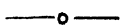
বেহাগ—একতালা।

ত্রাহি ত্রিপুরারি—রাজনগরী ভাগ্যবর্দ্ধিনী।
করুণাময়ী দীন-শরণা, অরুণাম্বুজবরণা,
অসী-বরুণা মধ্যবর্ত্তিনী ॥

পীযূষান্নপরিপূরিত পূরট ঘটধারিণী।
দীনদুঃখ-দ্রবীণ চিন্তা নিত্যান্ন প্রদায়িনী॥
হেমাচল-জিতলাবণী, হিমাচলকুল-পাবনী,
গঙ্গাশীকর সিক্ত বিন্ধ্যশিখর তট বিলাসিনী;—
হরতাণ্ডব-কৃতামোদে কামোদে কমলাসনী।
কল্যাণ কৈবল্যদাত্রী কলুষাসুর মর্দ্দিনী॥
আনন্দ বনরঙ্গিণী, শম্ভুপ্রেমসম্ভোগিনী;
যোগিনী যোগজননী ভোগ মোক্ষপদবিধায়িনী;—
বিজ্ঞান বীজরূপা নিখিল বেদ বিভাষিণী।
ভব-নাটক সূত্র ভেদকারিণী নিস্তারিণী।
সৌন্দর্য্য রত্নাকরী, বৈদুর্য্য দীপ্তাম্বরী।
মাধুর্য্য রস নির্ঝরী, নির্জ্জন নিবাসিনী;—
বৃন্দারক-বৃন্দারাধ্যা! বৃন্দাবন-মোদিনী।
তুমি যোগেন্দ্র মানসসরোবরে প্রফুল্ল পদ্মিনী॥৬

———o———

খট গীতাঙ্গী—ঝাঁপতাল।

ও কে, ষোড়শী সুরবালা সরোজ-সন্নিভা,
বালারুণ-রুচি রুচির দেহবিভা,
পদ্মরাগপ্রভা, জিনি প্রবাল জবা,
দাড়িমী ফুল নহে তুল ও বরণে॥

মুকুতা মণিময় মুকুট মস্তকে,
ভ্রমর ভ্রম কম কুটিল ভ্রমরকে,
সুন্দর সুষমা, আধ চন্দ্রমা,
আদরে কে ভালে বসালে সযতনে ॥
প্রভাত ভানু জিনি বদন-রঙ্গিমা,
পিনাকী ধনুসম ভ্রুযুগ ভঙ্গিমা,
জিনে নীলোৎপল, আবেশে ঢল ঢল,
আধ নিমীলিত লোচনে ;—
শ্রবণে কুণ্ডল কিরণ বিজড়িত,
গণ্ড মণ্ডল চন্দ্রামৃত জিত,
তাম্র বিদ্রুম বিম্ব বিদলিত,
ললিতাধরে করে মোহিত ত্রিভুবনে ॥
তিল ফুল জিত, তিলক রঞ্জিত,
চারু নাসা কিবা বিশ্বকারু কৃত,
ভুবন মনোলোভা, রস সাগর শোভা,
করে বিজিত স্মিত আননে ;—
অনুপ সুন্দর চিবুক শোভা কর,
কম্বু গ্রীবা কিবা শম্ভুমনোহর,
কম করাম্বুজ, মৃণাল সম ভুজ,
নভ বিতান নিভ নখর কিরণে ॥

হেম ভূধর, পীবর পয়োধর,
মুকুতা হার তায়, তারকা তমহর,
ত্রিবলী রঞ্জিত নাভী সরোবর,
শ্রীমুখ শোভিত ত্রিনয়নে ;—
ময়ূখ লাঞ্ছিত হীরক মেখলায়,
স্থূল অতুল নিতম্ব শোভা পায়,
চারু উরু রামরম্ভাতরু সম,
শোভে পদাঙ্গুলি নখর দর্পণে ॥
অতুল রাতুল পদ কমল তল,
ব্রহ্মা কেশব শিরে সমুজ্জ্বল,
কোটী শশধর কান্তি সুবিমল,
ঝলকে ও অরুণ বরণে ;—
অরুণ বাস পরা দেবী চতুষ্করা,
পাশ অঙ্কুশ শর ধনুক ধরা,
অগুরু কস্তুরী মিলিত মাধুরী,
খসে বিজুরী অরুণাভ আভরণে ॥
দেব দেব মহেশ নাভিমূলে,
মৃণাল যুক্ত আরক্ত শত দলে,
রাজরাজেশ্বরী ভুবন সুন্দরী,
মরি কি ললিত সুঠামে রে ;—

বিলোল কুণ্ডল জলদজাল জিনি,
বিলাস বিহ্বলা লীলা প্রকাশিনী,
বিদ্যুত-প্রতিমা বিরল বাসিনী,
জাগে যোগেন্দ্রের মানস আসনে ॥ ৭

—০—
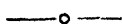
সুরট জয় জয়ন্তী—একতালা।

আমার, মা হয়েছে আ’জ মদনমোহন।
অসি ছাড়ি, বশী-করণকারী,
বিনোদ বাঁশী করেছে ধারণ ॥

গন্ধবিহীন চন্দ্র উথাড়ি ভালে পরেছে চন্দন,
ঐ বিন্দু ঝলকে, রূপের আলোকে, ইন্দু মান মন্থন,
ভূষণ আজি ভীষণ নয়, কোমল বন কুসুমময়,
কান্তি শ্যামল শীতল মনোরঞ্জন ঘন গঞ্জন ;—
নবকিশলয় দলিত ললিত,অধর গলিত নর-শোণিত,
হের আজি নবনীত জিত, অমৃত মৃত-সঞ্জীবন ॥

কৈরে কটীতটে সে বিকট নৃকর জাল কিঙ্কিনী,
পীতাম্বর চটকে আজি হটে হাটক দামিনী ;—
কৈ সে ভ্রূকুটী কুটিলানন কৈ সে অট্ট হাসি,
ফুটিছে মুখ সরোজে কোটী চাঁদের কিরণ রাশি,

কোথা গেল এলো চিকুর দাম,
দেখি শিরে শিখি চূড়ারি ঠাম,
লুটিছে কাম হয়ে পদতলবাসী ;—
আর শবশিশু নাই শ্রুতিমণ্ডলে,
মকরাকৃতি কুণ্ডল দোলে,
মোহন বাঁশীর কল্লোলে হাসির হিল্লোলে,
আজ ভোলে ভুবন ॥
কৈ সে ঘোর তাণ্ডব ব্রহ্মাণ্ড বিলয়কারী,
মধুর নটন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী মনোহারী,
ঘনতনু বেড়ি, খেলিছে বিজুলী, প্রেমপুতুলী রাধা,
রূপের ছাঁদে ভাবের ফাঁদে যোগেন্দ্র পড়েছে বাঁধা,
ওসে—দিন রজনী নাহিক জানে,
লীন হয়েছে যুগল ধ্যানে,
মেতেছে প্রেমানন্দে মানে না বাধা ;—
লীলা উহারি বুঝিতে নারি,
আপনি পুরুষ আপনি নারী,
আপনারি তনুর আধা, রাধাপ্যারী হৃদি ভূষণ ॥৮ *

---

* এই গীতটী সেরপুরের শ্মশান-কালীমাতাকে বৈশাখী পূর্ণিমাতে পুষ্পযাত্রার দিন কৃষ্ণমূর্ত্তিরূপে সাজান হয়, তদুপলক্ষে পদকর্ত্তা রচনা করেন।

সুরট মল্লার—একতালা।

আমার—মায়ের কি ঐ রূপ।
তোরা—চাঁদকে পাড়িয়ে, সুধা নিঙ্গাড়িয়ে,
দামিনী কাড়িয়ে, কমলে মাড়িয়ে,
মাকে—গড়াইয়ে দ্যাখ্ হবে না সেরূপ ॥

ভাইরে—মাটী রঙ্গে রাঙ্গে মা-টীরে যে গড়ে,
চিরকাল সেত মাটীতেই পড়ে,
কোন কালে তার, ঘোচেনা বিকার,
মোহমদে দ্বিগুণ লোলুপ ॥

নীলাকাশে নাই ও রূপের ছায়া,
ক্ষীরোদে নীরদে নাই রে ও কায়া,
যত কিছু দেখ মায়েরি যে মায়া,
সকলি পঞ্চ ভূতের স্তূপ,—
যাঁর—পদতলে লোটে কোটী কোটী রবি,
অনিত্যে কি হয়, ও নিত্যের ছবি,
তুল্‌তে চারু ছাঁদ কারু কিম্বা কবি,
কারো সাধ্য নাই ব্রহ্মা হয় বিরূপ ॥

ওরে—কে গড়িতে পারে এবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে
বিস্ময় হয় সুধু ওঁর মায়া কাণ্ডে,

ভক্তি প্রেম যার বৈরাগ্যের ভাণ্ডে,
সেই পারে গড়িতে একরূপ,—
দীন—যোগেন্দ্রের কাছে কি আছে তেমন,
গড়িবে মায়েরে মনেরি মতন,
গুরুদত্ত বীজে, শির-সরসিজে,
একবারো সে যে ভাবেনা স্বরূপ ॥ ৯ ॥

—o—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সারদা শিবরাণী সর্ব্বাণী সুর শরণী
শমন শমনী স্মেরাননী শ্যামা শুভঙ্করী।
শিবে শবাসনী শুম্ভাসুরমথনী সনাতনী সিদ্ধা—
সর্ব্বার্থ সম্পাদনী শৃরে শাকম্ভরী ॥
সংহার করণী, সংসারজননী, সদাত্মনী শুদ্ধা—
শৈলেন্দ্র কুলপাবনী, সুরেশী শঙ্করী ॥ ১০ ॥

—o—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কর হে নিস্তার, কাতর জনে করুণা নয়নে,
বারেক হের হে ভবকর্ণধার।
শঙ্কর হর শশিশেখর, সঙ্কট ভয় কর সংহার,

হেরে ভয়ঙ্কর সংসার সাগর,
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ আমার ॥

তুমি হে নিখিল অখিল ত্রাতা,
সাধক সুখ শান্তি দাতা,
তুমি হে শোক তাপ নাশক, সকল মূলাধার ,—
শমনত্রাস, কর বিনাশ, হৃদি কৈলাসে কর বিহার।

ঐ শান্ত জ্যোতির্ম্ময় মোহন মূরতি,
যেন, যোগেন্দ্র হৃদয়ে জাগে অনিবার ॥১১॥

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীকাশীবিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণাদি
বর্ণনাত্মক মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমোচ্ছ্বাসঃ।
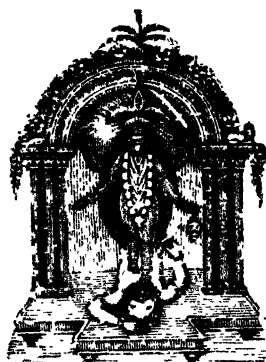
দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

দশ মহাবিদ্যা।

সুরটমল্লার—ঝাঁপতাল।

মহামেঘ জিনিয়ে রূপভাতি অতি ভীষণা।
রোষে ঘনঘোষে ও সে নাশে দিতিসুতসেনা,
তোষে সুরবৃন্দে আশুতোষে তার আসন॥

প্রলয়াগ্নি ভালে তার কোলে শশী ঢালে সুধা,
চরণ যুগ চাপে ঘন কাঁপে ভূধর বসুধা,
চূর্ণিত অনন্ত ফণা, শ্বাসে খসে বজ্রকণা,
ঘূর্ণিত নয়ন প্রান্তে জ্বলন্ত হুতাশন॥

মুক্ত কেশপাশ ঘন উড়িছে নীলাকাশে,
তারকা তপন শশী লুকায়েছে তরাসে,
পশেছে ধরা ঘোর তম গ্রাসে,—
একা কার নারী আজি একাকার করে ক্ষিতি,
একাকারে প্রকট শত, শত বিকট আকৃতি,
বিকট উৎকট তালে, নৃত্য করে মহাকালে,
কঙ্কাল কপাল কাল অঙ্গেরি বিভূষণ ॥

বিকট দংষ্ট্রাবলী দলিত লোল জিহ্বা,
অতীব বিশালাক্ষী বামা দক্ষিণা স্থদিব্যা,
ব্রহ্মাদি অমর বৃন্দ সেব্যা,—
অধরে দরদর ধারে ঝোরে বমদ্রক্ত,
ভ্রুকুটী কুটিল অতিবিস্তার বক্ত্র,
সমর উল্লাসে ঘন হাসে দিগ্‌বাসে বামা,
ত্রাসে সুর নর কাঁপে গ্রাসে হয় বারণ ॥

তুঙ্গ কুচশিখর করনিকর কটী-ভূষা,
রাতুল অতুল চরণ প্রান্তে লোটে উষা,
শীর্ণ কলেবরা ছিন্নবেশা,—
ভীমাকৃতি সঙ্গিনী যোগিনী প্রদত্তা,
শোধিত সুধা যুক্ত নররক্ত পানে মত্তা

বামা, কাল রূপে আলো করে যোগেন্দ্র তামসহৃদি
পালে দশদিক্‌পালে কালে করে শাসন ॥ ১।১২॥

—o—

আলিয়া—কাওয়ালী।

প্রত্যালীঢ় পদা অতীব করালা,
কণ্ঠে দুলিছে নরকপাল-মালা,
খর্ব্বা লম্বোদরা, ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরা,
উগ্ররূপ ধরা নবীন বয়সী বালা ॥
পঞ্চরেখা বিভূষিত ভাল পর,
চন্দ্রলেখা তাহে চমকে চিতহর,
জ্বলন্ত পাবক, জ্বলে তায় ধ্বক ধ্বক,
লক লক দোলে লোল রসনা বিশালা ॥
কাল নাগিনী জিনি বিশাল চারিভুজ
বামাধঃ ঊর্দ্ধ করে কপাল নীলাম্বুজ,
অপর যুগ্ম করে, খড়্গ কাতি ধরে,
সুধাপানে সতত বিভোলা—
ভুজঙ্গ মুকট নিবদ্ধ জটাজূট,
রক্ত প্রভান্বিত বিকট অধরপুট,
বাল চন্দ্র জিনি শ্রীঅঙ্গ লাবণী,
কাল বরণী যেন জলদ সাঁচে ঢালা ॥

নবীন সূর্য্যসম উজ্জ্বল ত্রিনয়ন,
অঙ্গরাগগণোচিত অঙ্গে বিভূষণ,
ভীষণ দন্তপাঁতি, ঝলকে তড়িত ভাতি,
পদতলে শবছলে ভোলা—
বিস্ময়কর একি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
বিশ্ব চরাচর ব্যাপিত সাগর,
তার মধ্যস্থলে শ্বেত পদ্মদলে,
বিরাজে তারা চারিপাশে চিতাজ্বালা ॥ ২।১৩ ॥

—০—

সাহানা—ঝাঁপতাল।

ওকে, সুরশিরসী মঞ্চে বসি ষোড়শী শশিবদনা।
হাসিতে খসিছে বিজুরী কষিত কনক বরণা ॥
ভুবন মনোহরা বেশ, এলয়ে পড়েছে কেশ,
মহেশ নাভিকমলে বসি, না জানি কি ভাবে মগনা
রকত অম্বর পরা, কপালে আধশশী ধরা,
মানসতামস হরা, মোহিনী প্রতিমা।
প্রশান্ত মূরতিখানী, এরূপে কেন না জানি,
ধরে, পাশাঙ্কুশ শর ধনু চতুর্ভুজে ত্রিনয়না ॥
হারে—প্রভাত ভানু পদতলে, শিরে মণি মুকুট জ্বলে,
হেম মুকুতা মালা বালার গলে সুশোভনা ;—

বাসব বিধি কেশব হর, যে পদতলে নিরন্তর,
আছে ধ্যানমগন তাঁরে যোগেন্দ্র কেন স্মরনা ॥৩।১৪॥

—o—

খট—ঝাঁপতাল।

ওকে, উদিত দিনকরকান্তি কম কোমল কলেবরে।
আধশশী ভালে বসি ভুবন আলো করে করে ॥
অতি পীবর পয়োধরা, পাশাঙ্কুশ অভয় বরা,
অরুণ অম্বর পরা আসন অম্বুজ পরে ॥
শ্রীমুখে মৃদু মন্দ হাসি, যেন, চন্দ্র ঢালে সুধারাশি,
ঐ ভবজননী ভুবনেশী যোগেন্দ্র মনো হরে ॥৪।১৫॥

—o—

আলিয়া—ঝাঁপতাল।

নীল সরোবর কোলে, রকত শতদল দোলে,
দোলে তার কোলে কে রে—রকতবরণী বালা ॥
উদিত শতসূর্য্যসম অঙ্গে অরুণিম আভা,
অরুণরুচি অম্বরে হয়েছে তড়িতের শোভা,
পয়োধর ভূধরজিত, রকত রাগে রঞ্জিত,
গলদেশে প্রলম্বিত, কঙ্কাল কপালমালা ॥
কম অরুণ কমল সম, নয়নত্রয় নিরুপম,
রতনময় হেম মুকুটে শিরসী উজলা—

ভালে আধ চন্দ্রমা আলুলায়িত কেশপাশ,
সীধুপানে ঢল ঢল বিধুবদনে মৃদুহাস,
মৃণাল নিভ উভয় করে, ধরে বামা অভয় বরে,
অপর করযুগে শোভে—তন্ত্র পুথি জপমালা ॥৫।১৬॥

—o—

গৌরী—একতালা।

ধ্যান কর মন নিজ নাভিমূলে, শুদ্ধবিকসিত
সিত শত দলে,
ত্রিগুণশোভিত, ত্রিকোণঅঙ্কিত, জবাপ্রভান্বিত
সূরয-মণ্ডলে ॥
কোটীসূর্য্যসম উজ্জ্বলবরণা, বিরাজিছে ছিন্ন-
মস্তা বিভীষণা,
বিস্তারবদনা বিলোল রসনা, ছিন্ন স্বশিরসী
বামকর তলে ॥
বিপরীত রতাসক্ত রতিকামে, প্রত্যালীঢ় পদে
দাঁড়ায়ে সুঠামে,
ভীমা দিগম্বরা, অস্থিহারপরা, নাগ উপবীত
ধরে কুতূহলে,—
নিজ কণ্ঠবিনির্গত রক্তধারা, করাল বদনে
পান করে তারা,

কুসুমে শোভিত, কেশ এলোলিত, সব্য করে
কর্ত্তৃ মুণ্ডমালা গলে ॥
পীনপয়োধরা ষোড়শী কামিনী, সব্যে বামে
শোভে ডাকিনী বর্ণিনী,
দেবী কণ্ঠোত্থিত, শোণিত অমৃত, পান করে
সেই যোগিনী যুগলে ॥
সৌম্যাকৃতি রক্তবরণা বর্ণিনী, বিবসনা বামা
বিমুক্ত কেশিনী,
শির কর্ত্তৃ-ধরা নাগোপবিতিনী,
জ্যোতিরূপিণী জগত উজলে ॥
প্রত্যালীঢ় পদে দেবীপার্শ্বে স্থিতা,
বিবিধ ভূষণে সদা বিভূষিতা,
নবীন বয়সী বর্ণিনী রূপসী,
সুশোভিতা বামা নর অস্থিমালে ;—
বামে ডাকিনী নামে নায়িকা,
দেহকান্তি কল্প সূর্য্যানলশিখা,
তিন লোচনা, ধবল দশনা,
বিদ্যুৎছটা কটা জটাজূটজালে ॥
করাল দশনে অতি ভয়ঙ্করা,
পীনোন্নত দ্বয় পয়োধর ধরা,

গলিতচিকুরা ঘোরা দিগম্বরা,
ভীষণ নরাস্থি শির হার গলে ;—
অতি বিশাল রসনা লোলিত,
বামকরে নর শির আন্দোলিত,
শোভিছে দক্ষে করাল কর্ত্তৃ,
সেবিছে দেবীরে যোগেন্দ্র বিরলে ॥ ৬।১৭ ॥

—০—

আলিয়া—একতালা।

বিবর্ণা চঞ্চলা, রুক্ষা কুন্তলা,
দশনবিরলা, রোষবিহ্বলা,
দীর্ঘ কলেবরা, মলিন অম্বরা,
বিলম্বিত পয়োধরা ভয়ঙ্করা ॥
বিধবা বিবসা সুবিশাল নাসা,
রুক্ষা চক্ষু যেন, দুঃখনীরে ভাসা,
ক্ষুৎপিপাসাকুলা, করে ধরে কুলা,
কুটিলনয়না, কলহ তৎপরা ॥
বক্রকায়া মায়া মমতাবিহীনা,
কাকধ্বজ রথে সদা সমাসীনা,
দীন যোগেন্দ্রের দশা দেখে কি,মা,
দয়াময়ী, আজ তোর দীনার বেশধরা ॥ ৭।১৮

কালেংড়া—ঠুংরি ॥

সুধাসিন্ধু মাঝে মণিময় সদনে,
রতনমঞ্চে কেরে মৃগেন্দ্র আসনে ।
কাঞ্চনলাঞ্ছিত পীত বরণে,
বিদ্যুৎ বিজড়িত পীত বসনে,
ভালে, চন্দ্র ভাসে, মৃদু মন্দ হাসে, মকরন্দ আশে,
ভ্রমে, ভ্রমরবৃন্দ অরবিন্দ বদনে ॥
সব অঙ্গ বিভূষিত মাল্যাভরণে,
হাসে গৌর বরণ শত সৌর কিরণে,
চারু কেশজালে, জিনে মেঘমালে,
তরুণ তমালে, বামা, বাহু-মৃণালে রত দৈত্যদলনে ॥
রক্ত রাগ রাগে আঁখি যুগলে,
বামা, বৈরি রসনা রাখি বাম করতলে,
অতি গর্ব্বভরে, ধরে সব্য করে,
ভীম মুদ্গরে যোগেন্দ্র হৃদে ধরে ওরূপ যতনে ॥৮।১৯॥

—০—

খাম্বাজ—একতালা ।

ওকে শ্যামবরণা সুঠাম ললনা,
ত্রিনয়না শরদিন্দুনিভাননা ।
রতন সিংহাসন সমাসীনা,
তরুণী তরুণ তমাল গঞ্জনা ॥

পীনপয়োধরা, দেবী চতুষ্করা,
খেটক অসি পাশাঙ্কুশধরা,
সিদ্ধ সাধক জন মনোহরা,
যোগেন্দ্রে বিতর করুণার কণা ॥ ৯।২০॥

———০———

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বিমল সরোবর কোলে, কে রে কমলকামিনী।
মরি কি অপরূপ রূপ—হেম জড়িত দামিনী ॥

কলাবিহীন অকলঙ্ক চাঁদ হারে মুখ ছাঁদে,
শিরে কনককিরিটী তার—কিরণ জালে আঁখি ধাঁধে,
চাঁচর কেশজাল নব জলধর জিনি ॥

চারি ভুজ মৃণাল পরে, কমলকর শোভা করে,
চারু অরবিন্দ বর অভয় ধারিণী ;—
ক্ষৌম বাস পরেছে বালা হয়েছে তায় কত শোভা,
প্রভাত-প্রভাকর কোলে খেলিছে যেন ক্ষণপ্রভা,
রূপে হরে তামস বামা, মানসমোহিনী ॥

অঙ্গপরিমল আশে, ভ্রমর ভ্রমে চারি পাশে,
যোগেন্দ্র মানস-সরে ভাসে সুহাসিনী ;—

হিমগিরিবর সম ঘেরি চারি করী-বরে,
অমৃত বারি পরিপূরিত হেমঘট ধরি করে,
করিছে অভিষেক তাঁরে দিবস যামিনী ॥ ১০।২১॥

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যা
স্বরূপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসঃ।

———o———

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

সুরট—ঝাঁপতাল।

কেরে, করাল বদনা ঘোরা, মুক্তকেশী চতুষ্করা।
কালিকা দক্ষিণা দিব্যা, নরমুণ্ড হার পরা॥

হেরে ও রূপ ভয় করে, বাম উভয় করে,
সদ্য ছিন্ন নরমুণ্ড, ভীষণ করবাল ধরা॥

দক্ষিণাধ ঊর্দ্ধ করে, শোভা করে অভয় বরে
নিবিড় কাল মেঘসমা, শ্যামা দিগম্বরা,—
কপাল মালা বিগলিত, রুধিরে দেহ রঞ্জিত,
শ্রবণে শব শিশু যুগ্ম, তাহে অতি ভয়ঙ্করা॥

দশনাবলী ভীষণাকার, কটীতে নর কর বামার
সদা হাস্যবদনা পীনোন্নত পয়োধরা,—

উজলি বদন কমলে, অধরে রুধির গলে,
গভীর হুঙ্কারে বামা, কাঁপাইছে বসুন্ধরা ॥

নবোদিত তপন জিনি, নয়ন ত্রয় ধারিণী,
শ্মশানালয় বাসিনী, কাল ভয় হরা ;—
আলুলায়িত কেশপাশ, শবশিবহৃদয়ে বাস,
সেই মহাকাল সহিত সদা, বিপরীত রতাতুরা ॥

চারি পাশে রজনী দিবা, ঘোররবে ডাকে শিবা,
প্রসন্ন শ্রীমুখ পদ্ম, মৃদু হাসি ভরা,—
এরূপে জীব ভাবিলে মায়, সর্ব্বকাম সম্পদ পায়,
যোগেন্দ্র তাই প'ড়ে ও পায় বিনাশিতে
মরণ জরা ॥১।২২॥

—o—

আলিয়া—ঝাঁপতাল।

অঞ্জন ভূধর নিভা নিবিড় নীল দেহ বিভা,
করাল বদনা শিবা, মুণ্ডমালা বিভূষণা।
বিপরীত সুরতামোদে, বিহরে মহাকালহৃদে,
পীনপয়োধরা বামা, মুক্তকেশী স্মিতাননা ॥

কণ্ঠে ভুজগ নির্ম্মিত, যজ্ঞোপবীত শোভিত,
চন্দ্রার্দ্ধ কৃত শেখরা করাল দশনা ;—

সহস্র নৃকরে বামার, কটীতে গাঁথা চন্দ্রহার,
বিবিধ ভূষণ সহ শিরসী হার স্থশোভনা ॥

সহস্র যোগিনী মাঝে, কোটী শিবাসহ বিরাজে,
ঘোর সমরে মগনা দিগ্‌বসনা ;—
রক্তপূর্ণ মুখপদ্ম, উন্মাদিনী পিয়ে মদ্য,
ধরে কৃশানু চন্দ্রভানু তিন নয়নে ত্রিলোচনা ॥

রক্ত বিস্ফুরিতানন, শব কুমারে শোভে শ্রবণ,
মুণ্ডমালা বিগলিত, শোণিত ধারে মগনা,—
শ্মশান বহ্নি মধ্যস্থা, শিরসী খড়্গ হস্তা ;
বরাভয়ধরা রে করে ব্রহ্মা কেশব বন্দনা ॥২।২৩॥

—০—

মূলতান খেমটা।

এ মেয়েটা কোথা হ'তে এল।
প্রলয় কালের মেঘের মতন গায়ের বরণ কালো ॥
চুল গুলো সব দুল্‌ছে পিঠে হ'য়ে এলো থেলো।
মরি কি মুখের ছাঁদ, কপালে চাঁদ, ভুবন
করছে আলো ॥
সারা গা ও'র রক্তে মাখা, কাটা হাতে কোমর
ঢাকা, মরার মাথা গলায় গাঁথা

এ সব কোথা পেল ;—
খড়্গ মুণ্ডে বাঁ দুটী হাত ক'র্‌ছে শোভা ভাল।
আবার, মরাছেলে দুল্‌ছে কানে
কার মাকে কাঁ'দালো ॥
রূপ দেখে ওর পাই পাছে ভয়,
ডা'ন দু হাতে তাই বরাভয়,
ও যে, কারে সদয়, কারে নিদয় ভাব্‌তে দিন
ফুরাল ;—
যোগেন্দ্র ওর পায়ের নীচে কেন প'ড়ে র'ল ;—
ও, যে লাজ খোয়ায়ে, ল্যাংটা হ'য়ে, তিন্ লোক
হাঁ'সাল ॥৩।২৪ ॥

—o—

সুরট—তেতালা।

এল কাল রূপা এল চিকুরে।
কালতে কাল মিলেছে ভাল,
যেন, নবীন মেঘের ছবি মরকত মুকুরে ॥
নব কুবলয় মথি, মিশায়ে চাঁদের জ্যোতি,
যুবতী বদন কে গড়িল রে,—
ভুলাতে চিত্ত চকোর, বসালে কে ভালে ওর,
আধ ভাদর চাঁদ আদরে।

ও শিত করে হসিত করে,
হ'য়ে প্রভাত ভানুর ভাতি প্রতিভাত সিন্দুরে ॥
ঈষদ্ দক্ষিণে হেলা, করে অসি করে খেলা,
হেলায় নাশিছে সব অসুরে,—
রুধিরে অবলা ভাসে, সুধীরা চপলা হাসে,
যেন নবনীল নীরদ উরে,—
এ সুরবালায়, শিরসী মালায়,
ভীষণ সমরসাজে সাজালে কোন্ নিঠুরে ॥৪।২৫॥

—o—

খাম্বাজ—তেতালা।

রণ মদোন্মদা এ কার প্রমদায় (হেরি রে)
মদনমদান্ত কারী হর হৃদয় ক্ষীরোদ রে,—
শোভে নীরদ বরণা পদ অধঃ কোকনদ তায় ॥
বিরোধ কারিণী রণে উন্মদ দ্বিরদ প্রায়,
নাশিতে দুর্ম্মদ দৈত্য মদ প্রমদ ভরে ধায়,
বদনে বিকট হাস্য হেরে হেন জ্ঞান হয়,
যেন, প্রদীপ্ত নীরদ স্থির ইরম্মদ প্রতিভায় ॥
বাম পদ ভরে মেদিনী টলায়,—
বধরে বধরে বিনে, নাই, অন্য শবদ বদনে,
বিকট রদনে চপলা খেলায়,—

আধ শরদ শশধর শোভিত কপাল,
ধ'রেছে অভয় বর নর শির করবাল,
বামা, সদয়া বিবুধ দলে, দানবে নিদয়া রে—
ঐ বিপদবারি শ্রীপদ অধম যোগেন্দ্র চায় ॥৫।২৬॥

—o—

স্থরটমল্লার—কাওয়ালী।

নাচে, কেও রমণী দিগ্‌বাসে।
একি সজ্জা লজ্জা হীনা, নবীনা রণপ্রবীণা,
বিনাশে দানব দল খল খল হাসে ॥

তিমির বরণা লোল রসনা ভীষণাননা,
বিকট দশনা দিগ্‌বসনা শিরোভূষণা,
নৃকর বসন পরা, করে হুঙ্কার ঘোষণা।
দম্ভে কম্পে ধরা থর থর ত্রাসে ॥

বামার, নিবিড় নীরদ ছটা, ভূতলে লোটায় জটা,
কিরীট ঠেকেছে নীলাকাশে।
বরা ভয় করা শশী-শেখরা প্রখরা অতি,
নগেন্দ্রশিখরাসীনা নখরে ভাস্করভাতি,
শাণিত কৃপাণ হাতে, শোণিত ঝলকে তাতে,
প্রলয় অশনি খসে নাসার নিশাসে ॥

কি জানি কি জানে মায়া, কভু ছায়া কভু কায়া,
ভাসে কায়া রুধির উচ্ছাসে,—
বিমুক্ত কুন্তলা কপাল কুণ্ডলা,
মদবিহ্বলা অতি চঞ্চলা এ অবলা,
বামা, শব পর্ব্বতোপরি, বিরাজে গর্ব্ব করি,
যোগেন্দ্র পারের তরি ভব হ্রদে ভাসে ॥৬।২৭॥

সুরটমিশ্র—একতালা।

কার কামিনী, কাল কাদম্বিনী, জিনিয়ে বরণ ধরে রে।
ভামিনী রূপে পলায় যামিনী, হাসিতে দামিনী
ঝরে রে ॥
চামর জিনিয়া চাঁচর চিকুর মুখ যেন মরকত মুকুর,
যোড়শী রূপসী, ভালে আধশশী, অসি কে দিল ও
করে রে ॥
কিবা সুকোমল শ্যামাতনুখানী তায় শব আভরণ
কে দিলে না জানি,
বুঝি ত্রিলোচনী, ত্রিলোকজননী, অবনীর ভার
হরে রে ;—
নৈলে, কেন এমন মেয়ে হেন ভীষণ বেশে, সাধ
ক'রে এসে সমরে প্রবেশে,

ভেসে, প্রেমের-হিলোলে, থাক্‌ত পতির কোলে,
নাচিত কি শব পরে রে ॥
সাক্ষাৎ কৃপার হাতে কি কৃপাণ, কর্‌ত অবিরত এত
রক্তপান,
ভক্ত শত্রু নাশে, রক্ত স্রোতে ভাসে, রূপ হেরে
কাল ডরে রে ;—
সামান্যা নয় শ্যামা কভু কি তা হ'লে, যোগেন্দ্র
উহার লুঠে পদতলে,
স্বয়ম্ভু কেশব, বাসবাদি সব, করযোড়ে স্তব
করে রে ॥৭।২৮ ॥

—o—

মল্লার—একতালা।

কিরণ মাখা কাদম্বিনী এ কামিনী কে রে।
কাদম্বরী বিহ্বলা বালা দিগম্বরী ফেরে ॥
কৃশাঙ্গিনী কাম বিকলা, কলানাথ কিরীটোজ্বলা,
প্রবলা কে এ অবলা, ধবলাঙ্গে বিহরে রে ॥
লট পট লোটে কুন্তলদল জঘনতট বিলম্বি—
বিনোদ বদন ছাঁদ শরদ চাঁদ মদ বিড়ম্বি,
সুর মণ্ডলে বিকীরণ, করে রে কোটী চন্দ্র কিরণ,
নিবিড় ঘোর তিমির জালে, দানব দলে ঘেরে ॥

দশনাবলী দলিত শোণিত লোলুপ লোলরসনা,
খল দল বল দলন রঙ্গে খল খল খল হসনা,
ভুবন কাঁপে ভীষণ নাটে, বিকট নাদে গগণ ফাটে,
সঙ্কটগণে, দানবগণে, প্রলয় নিকট হে'রে ॥
ওযে—খরতর করবাল নরকপাল বর বিভূষণা,
সুষমাময়ী হেরে ওরে সুরে অসুরে নিহারে ভীষণা,
ভুজঙ্গম উত্তরী গলে, ভালে উগ্র পাবক জ্বলে,
যোগেন্দ্র ও চরণ কমলে শীঘ্র শরণ নে রে ॥৮।২৯॥

—o—

সুরট – কাওয়ালী।

একি রূপ দেখি ভয়ঙ্করা।
করে নর কপাল কালী, কপালে অনল জ্বালি,
রেখেছে ঐ শশীশেখরা ॥
রূপে হারিত অতসী কসিত কাঞ্চন,
ছিল বিকশিত কমল হসিত শশীবদন,
তামসী মসীর প্রায়, হয়েছে অসিতকায়,
অশিব ঘটাতে কার হয়েছে আজ অসিধরা ॥
কই সে মুকুতা রতনে রচিত মুকুট,
কই সে চিকুর ছটা এ যে দেখি জটাজুট,

কালকূট মাখা হাসি, ঝরে না আর সুধারাশি,
বসুধা গ্রাসিতে সাধ,
এতই কি আজ ক্ষুধাতুরা ॥ ৯।৩০॥

—o—

খাম্বাজ—একতালা।

সমররঙ্গিণী, কেরে শ্যামাঙ্গিনী, শঙ্কর হৃদি পরে ত্রিভঙ্গিনী, যোগিনী সঙ্গিনী, উলঙ্গিনী ঐ লঙ্ঘিছে ঘন রণ তরঙ্গিণী ॥

শব আভরণে ভূষিত অঙ্গ, বঙ্কিম দুটী ভুরূ ভুজঙ্গ, ভুজবলে দলে দানব দলে, পদ্মবন যেন দলে মাতঙ্গিনী। ভীমদরশনা রসনা লোলিত, পাগলীর বেশ কেশ বিগলিত, যেন, কৃশোদরা, কৃতান্ত সোদরা, যোগেন্দ্র বিনে কে চিনে এ কামিনী ১০।৩১॥

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালী-
বর্ণনং নাম তৃতীয়োচ্ছ্বাসঃ।

—o—

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

সুরট—একতালা।

নিবিড় আঁধার, শ্মশান পাঁথার,
কে আনিল তায় এ নীল চাঁদে।
আলো ফুটিল, আঁধার টুটিল,
কাল বরণে নয়ন ধাঁধে॥
কোন ভাগ্যবানে, এ রতনে এনে,
হ'ল বিমুক্ত মায়ারি ফাঁদে,
মরি কি মাধুরী মরকত মণি,—
মুকুর মলিন ও মুখ ছাঁদে॥
সারাদিন রূপ দেখিতে সাধ,
বিষয়ে উন্মাদ, সেইত প্রমাদ,

মোহ মদিরায়, মত্ত হ'য়ে হায়,
মরিলাম ডুবে ভব অগাধে,—
যে ঘোর শ্মশানে আসিলে প্রাণে
ধৈরয নাহি বাঁধে,—
আজি সে শ্মশান ছেড়ে যেতে হায়
না জানি কেনরে এ প্রাণ কাঁদে ॥
আর নাহি ভয় দিতে বরা-ভয়,
জগত জননী আপনি উদয়,
বল জয় জয় কালিকার জয়,
ভেদুক আকাশ সেঘোর নাদে ;—
শ্মশানের দ্বারে মা দিলরে দেখা
দেখ্‌ব-কেমনে শমন বাঁধে,—
আর ছেড়না যোগেন্দ্র ও পদারবিন্দ
দেখ শ্যামারূপ মনেরি সাধে ॥১।৩২ ॥ *

* ১৩০১ সালে মাঘী পূর্ণিমার দিন সাধারণের প্রযত্নে সেরপুর করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে শ্মশানের নিকট পাষাণময়ী নৃত্য কামিনী নামকরণে ৺শ্রী কালী স্থাপন করা হয় সেই সময় পদকর্ত্তা যে ৫টী গীত রচনা করিয়া গাইয়াছিলেন তাহাই এই ৪র্থ উচ্ছাসে দেওয়া হইল।

—০—

সুরট—ঝাঁপতাল।

কে গো তুমি দয়াময়ী! আমার শ্মশানের
দুয়ারে এলে।
খ'সেছে কটির বাস কেশ পাশ পড়েছে এলে॥
নিবিড় তিমির জালো, কালো বরণে আলো,
কালজয়ী করাল করবাল করতলে খেলে॥
ভালে শোভে পঞ্চ রেখা তার কোলে চন্দ্র লেখা,
তার কোলে প্রলয় ঘোর বহ্নি কে দিয়েছে জ্বেলে।
ধরেছ কেটে কার মাথা, তুমি কি নও তার মাতা
কার মাথা গলে গাঁথা, এসব রে মা কোথা পেলে॥
বর অভয় কর দক্ষে, আবার সদয়া কার পক্ষে,
যে ডাকে তায় রক্ষে, তুমি কর নাকি মা অবহেলে,
'মা,' 'মা', ব'লে সদা ডাকি, এই বেশে তাই
আলি নাকি!
আর যেন মা দিয়ে ফাঁকি, যাস্না যোগেন্দ্রে
ফেলে॥২।৩৩॥
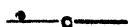
ভৈরবী মিশ্র—আড়াঠেকা।

আর তোরে ভয় করি নারে।
তোর আসার দুয়ারে শমন
ঐ দ্যাখ্ বসায়েছি শ্যামা মারে॥

ধ'রে কালবিজয়ী খাঁড়া ঐ দ্যাখ্ মা র'য়েছে খাড়া,
বধ্‌বে তোরে খাড়াক্ খাড়া,
যদি হাত বাড়াস্ ধর্‌তে আমারে ॥
দেখ্‌ছ করে বর আর অভয়,
শমন্‌রে ও তোর জন্যে নয়,
তোর ভয়ে যে ডাকে মাকে,
ঐ বরাভয় দেন মা তারে ॥
ঐ দ্যাখ্ অভয় দিচ্ছে মা মোর,
যোগেন্দ্রের মত পামর,
যত আছে, মায়ের কাছে,
করবেন্ মুক্ত মা সবারে ॥৩।৩৫॥

———o———

ভৈরবী আড়া—কাওয়ালী মধ্যমান।

আমার—মা কে তা শোন্‌রে শমন।
যার কপালে ভানুর কোলে খেলে চাঁদ
আর হুতাশন ॥
আমার—মা যে ব্যোমকেশের জায়া,
জলধর তার কেশের ছায়া।
নীলাকাশে বিরাট কায়া ক'রে আছে আচ্ছাদন ॥
করে যার অসি পাশ, জন্মায় ত্রৈলোক্যের ত্রাস,
অলক্ষ্যে খেলিছে সদা, বিনাশিতে তোর শাসন,—

মা আমার অভয়বরা, কপাল মায়ের করে ধরা,
যারে স্তব করে ধরা বিধি বিষ্ণু পঞ্চানন ॥
মা মোর, কখন জোছনায় মাখা,
কখন আঁধারে ঢাকা,
কভু উগ্র কভু শান্ত, বোঝে না তা ভ্রান্তজন,—
বিধবা কয় মাকে সবাই, শুনে বড় ব্যথা যে পাই।
কে বলে মা বিধবা রে আছেরে তার দিগ্‌বশন্ ॥
মা মোর, থেকে থেকে রক্তে ভাসে, শত্রুরক্ত
ভালবাসে,
ভক্ত জয়োল্লাসে ভাসে, ত্রাসে পালায় দৈত্যগণ ;—
আকাশ জোড়া মায়ের মাথা,
পা তাঁর পাতালে পাতা,
সেইরে যোগেন্দ্র মাতা,
আলো ক'রে চিতাসন ॥৪।৩৫॥

—o—

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

জয় জয় শ্মশানালয়বাসিনী।
সংহারিণী, শমন ভয় দমনী শ্যামা—
শ্যাম তমাল দল দলন ঘন বরণী ॥

জয়তি জয় চামুণ্ডে মুণ্ড মদ মথনী,
জয় উগ্র তুণ্ডে নর মুণ্ড অসিধারিণী ॥
ত্বং কালী কঙ্কালী মুণ্ডদল মালিনী।
খণ্ড শশী ভালে; কর জালে বেষ্টিত কটী—
ভ্রূকুটী কুটিলাননী ॥

জয়তি জয়ন্তি জরা মৃত্যুভয় হরণী,
জয়তি বরাভীতি করা পরাৎপরা পাবনী,
সংসার-সারা; ভবতারা তাপবারিণী,
জয় মুক্ত কুন্তলা রুধির-মদ বিহ্বলা,
বালারুণ নয়নী ॥

ঘোর; দিগ্‌বসনা; অট্টাট্টহসনা,
বিকট দশনাবলি দলিত লোলরসনা,
ভীষণাতিভীষণা জ্বলে ভালে প্রলয়াগ্নি—
দম্ভরূপ শুম্ভে মথি যোগেন্দ্রে করগো সতি,
বসতি দিন রজনী ॥৫।৩৬॥

ইতিগীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীনৃত্যকামিনী নামক
শ্মশান কালী স্থাপনানন্তরতৎবর্ণনং
নাম চতুর্থোচ্ছ্বাস।

———০———

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

পিলু ছঁদ—একতালা।

মন মাননা রে মানা।
লম্পট শঠ কপট নিকট সতত তোমারি থানা ॥
কামিনী মুখ পঙ্কজে, তব মানস ভৃঙ্গ সহজে মজে,
শ্যামাচরণাম্বুজ মন নিরখিতে হও কাণা ॥
মোহ মদে মেতেছ, মন এ কি রঙ্গ পেতেছ,
অধঃপাতে যেতেছ, সদা পেতেছ যাতনা নানা ॥
তুমি ত আছ রে মোহে বিভোর,
দিন ফুরায়ে এল যে মোর,
তবু হ'লনা চেতনা, চাহিয়ে দেখনা,
শমন দিতেছে হানা
অসৎ সঙ্গ বিলাস রঙ্গ ত্বরা যোগেন্দ্র দেরে ভঙ্গ
কালবারিণী কালী প্রসঙ্গ সতত বিতত গা-না ॥১।৩৭

—o—

ললিত ঝিজট—ঝাঁপতাল।

কালী-পদ-হ্রদ জলে ভাসরে মানস মরাল।
বিষয় বিষময় হ্রদে ভাসিবে কতকাল ॥

লাগেনারে মায়ার ঢেউ পড়েনা কেউ মোহ পাকে
থাকে সে জলাশয়ে, যারা কালী কালী ব'লে ডাকে,
পড়েনারে প্রমাদে, তাদের থাকে না জঞ্জাল॥
সেথা—যোগীর যাতায়াত হেতু,
অভয় নামে গাঁথা সেতু,
বিবেক প্রহরি তথা ভ্রমে সর্ব্বকাল;—
উঠে প্রেম লহরি তায় ভকতি বায়ু হিল্লোলে,
চলরে মন হংস সেই শান্তি সরোবর কোলে,
খাটে না সেথা কাল ব্যাধের করাল শর জাল॥
আর ডুবনারে পাপের পাঁকে,
লয়ে কুজন চক্রবাকে,
পদে দলিত ক'রনারে ধর্ম্মের মৃণাল।
শোক ঝঞ্ঝাবাতে সেথা করে না চিত আলোড়িত,
সত্য সূর্য্যালোকে সেই সরসী কোল আলোকিত,
ভ্রমেনা সেথা কামরূপী কুম্ভীর করাল॥
থাকিতে মন নিরাপদে, ভাসিতে যদি চাও হ্রদে,
আগে তবে ঠেলরে পদে বাসনা শৈবাল;—
দম্ভ, দ্বেষ দুটী পক্ষ ছেদন কর সত্বরে,
ধর তত্ত্বজ্ঞান—পাখা উড়ে চল সেই সরোবরে,
যোগেন্দ্রের মানসহংস, যে সরে হরে কাল॥২।৩৮॥

মুলতান—পোস্ত।

বস্‌গিয়ে রে অবোধ মন, ঐ কালী কল্পতরু মূলে।
মিছা মিছি হেথা সেথা ঘুরে মলি পথ যে ভুলে॥

মোহের মুখস্‌ খুলে ফেলে,
দেখরে একবার চোক্‌টী মেলে,
ঐ যে দুল্‌ছে তরু ভাব হিল্লোলে,
ভবসাগরের ও কূলে॥

এ পাঁথার পার হতে হবে,
সাঁতার দিলে মর্‌বি ডুবে,
ও তোর ঘাটে বান্ধা কালী নামের
তরিখানা নেনা খুলে॥

চেপে তাতে মনের সুখে, চলে যা সোজা সমুখে,
(ওরে) দয়া ক'রে সেই নায়ে মন
যোগেন্দ্রেরে নিস্‌রে তুলে॥৩।৩৯॥

——c——

সুরট মল্লার—একতালা।

মন রে সামান্যা নয় শ্যামাঙ্গিনী।
বিনাশিতে কাল, করে করবাল,
ধরে কাল স্বরূপিণী॥

ভাবিলে উঁহায় ভব ভয় যায়, ভয় গিয়ে
ওর শ্রীঅঙ্গে মিশায়,
তাইতে ভয়ে ভরা ভয়ঙ্করা রূপ,
ধরেছেন ভয়হারিণী ॥

মহাকাল সনে সদা তাঁর রতি,
অজস্র প্রসবে অনন্ত সন্ততি,
তাই সরম সম্বরী হয়ে দিগম্বরী,
থাকে মা দিন যামিনী ;—
বিস্তারি বদন লোল রসনায়,
বরদ শ্রীকরে ইঙ্গিতে দেখায়,
কটাক্ষে গ্রাসীতে পারি বসুধায়,
আমিরে লয়কারিণী ॥

ভ্রূভঙ্গীতে জীব পাছে ভয় পায়,
অভয়দ করে সঙ্কেতে দেখায়,
সবে যেন কয়, নাইরে নাই ভয়, গ্রাসিবনা এ মেদিনী;—
যবে ধরাতল পাপ ময় হবে,
মাতিবে মানব অধর্ম্ম তাণ্ডবে
(এ) নিখিল ধরণী নাশিব তখনি,
মা মোর তমোরূপিণী ॥

(ঐ দেখ) সত্ব রজঃ তম ব্রহ্মা বিষ্ণু হর,
ত্রিনয়নে বাস করে নিরন্তর,
সৃষ্টি স্থিতি লয় দৃষ্টিতে ওর হয়,
কে না জানে এ কাহিনী ;—
কেহ করি তপ বহু হস্ত চায়,
বহুশীর্ষ হতে কার সাধ যায়,
তাতেই শির-হার, গলে দোলে মার,
কটিতে কর কিঙ্কিনী ॥
ব্রহ্মা বাসবাদি ব্রহ্মাণ্ড নিবাসী,
সবাই ঐ রাঙ্গা পদ অভিলাষী,
এলিয়ে পড়েছে তাইতে কেশ রাশি,
চুমিতে পদ নলিনী ;—
পতি নিন্দায় প্রাণ ত্যজিলা যে সতী
পতির বুকে কেন করে সে বসতি,
ও নয় পতি তাঁর শব শিবাকার,
পরশি পদ দুখানি ॥৪।৪০॥

আলিয়া মিশ্র—তাল একতালা।

কেন ওরে মন বিপদে এমন অধীর হলি বল্ তা শুনি
(রে মন) জাননা বিপদ বারিণী,
দীন তারিণী, তোর জননী ॥

সঙ্কটে ভুলে দুর্গানাম, কি ভাবিস্ রে অবিশ্রাম,
মাকি মোর এতই কঠোর ও তোর
শিরে হানিবে অশনি ॥
যদি, বিপদ হ'তে চাস্‌রে ত্রাণ,
ভাবনায় দিওনারে স্থান,
কর রে নাম গান দিবা রজনী ;—
ও তোর সকল বিপদ দূরে যাবে,
প্রাণে নিত্য শান্তি পাবে,
অন্তিমকালে অভয়কোলে স্থান দিবেন ঈশানী ॥৫।৪১*

——০——

প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজের কথা মনদিয়ে শোন বাজে কথার সময়
নাই আর বাজে ছুটীর ঘণ্টা এখন ॥
ঘণ্টা বেজে গেলেই রে তোর কণ্ঠাগত হবে জীবন
তখন তাড়াতাড়ি যেতে বাড়ী পথেই
তোরে ধর্‌বে শমন ॥
তারা নামের তীক্ষ্ণ-অসি ভক্তি জোরে এটে ধর মন
নইলে জোর করে তা লবে কেড়ে,
আছে যে বৈরঙ্গ ছজন ॥

* এই গীতটী হাইকোর্টে মোকদ্দমার সময় রচিত হয়।

যোগেন্দ্র কয় হও সতর্ক ছাড় রে তর্ক আলাপন।
দেখবে মায়ের শ্রীপাদপদ্ম সে সাধ
তোমার হবে পূরণ ॥৬।৪২॥

—○—

ভৈরব—কাওয়ালী।

বিশ্ববন্দিনীরে কেন রে বিস্মর।
এ কি কর! ওরে অন্তর নশ্বর স্মর হর
ঘরণী সে সুরবর শরণীয়া শ্যামায়
সরলমনে নিরন্তর স্মর ॥

শরণাগত সুরেশ্বর যে পদ সরোজে
তরিতে বিপদ সাগর।
যে চরণ ভাবে বৈশ্বানর।
নীল সরোজিনী রূপে যিনি
সমরে অসুর জিনি শোভা করেছিল হর হৃদিসর।
সেই শ্যামারূপ কেনরে পাসর,
স্মর যাবৎ রহে রে কণ্ঠস্বর ॥

তাঁরে, এই সময়ে স্মর পাবিনে অবসর
যবে অবশ হবে রে কলেবর, তখন,
যোগেন্দ্রের কে হবে দোসর।

ধূলায় ধূসর অঙ্গ হবে কণ্ঠস্বর ভঙ্গ
শমন হানিবে মৃত্যু শর।
হবি, সে রণে কেমনে অগ্রসর।
ত্বরা ধর তারা নাম ধনুঃশর ॥৭।৪৩॥

—— ০——

মল্লার—কাওয়ালী।

কেরে ও কামিনী দামিনী বরণা।
ওরে কি চিনিতে তুমি পার না ॥

ও যে টুটায় ব্রহ্ম দ্বার, ফুটায় কিরণ হার,
ছুটায় প্রমোদে প্রেমঝরণা ॥

সম্ভোগ রসে সদা রহে মাতোয়ারা,
অম্বুজ লোচনে করুণার ধারা,
অঙ্গ পুলকাকুল, কদম্ব ফুল তুল,
কণ্টক সঙ্কুল, সুরকুল-শরণা ॥

ও যে—পরম শিব সনে রতি রস মগ্না
সম্বরি সরম সতত রহে নগ্না
চরম রঙ্গে মাতি, প্রসবে দিন রাতি,
অনন্ত সন্ততি তা কি হের না ;

চৌদিকে যোগিনী নাচে গায় উল্লাসে,
সবাই দ্বিগম্বরী অট্ট অট্ট হাসে;
তারার মতন্ তারা ঝলকে তারার পাশে
মাধুর্য্য মদে করে এ ব্রতের পারনা ॥

ও যে—মদন মথনামোদে সদা উনমাদিনী,
মত্ত ভ্রমর সম মধুর নিনাদিনী
যোগেন্দ্র ভাষে ও রাস প্রকাশিনী,
ত্রাস-নাশিনী তাপ-হরণা ;—
ঐ ত দৈত্যবল করে বিদ্রাবণ
ঐ সীতা রূপেঃসংহারে রাবণ
প্রকাশে বৃন্দাবন বৃন্দারকগণ
করিতে নারে ও ভাব যে ধারণা ॥৮।৪৪॥

—o—

মল্লার মিশ্র -ঝাঁপতাল।

ডঙ্কা মার শঙ্কা কিরে শমনে (কালী নামে)
গভীর হুঙ্কার করি ওঁকার সহিত নাম
ধনুকে টঙ্কার দেরে সঘনে ॥

ধর জ্ঞান অসি চর্ম্ম, পররে বিবেক বর্ম্ম,
রাখরে বিশ্বাস গুরুবচনে

ধর্ম্মে-শির তাজ করি, মর্ম্মে বীজ মন্ত্র স্মরি,
সাজরে নিজকর্ম্ম ভোগ মোচনে ॥
বাধ্য রাখি মনমথে, চড়্ রে মন মন রথে,
শমন সংহার ব্রত সাধনে ;—
পাবে রে পরমা শান্তি, চরমে নীরদকান্তি
নিরন্তর নিরখিবে নয়নে,—
করনা হেলা, গেল বেলা ;
ছাড় ছাড়রে ধূলাখেলা, চল চল
যোগেন্দ্র মরণ রণে ॥৯।৪৫॥

—০—

ভৈরবী—একতালা।

আমি তন্ত্র জানিনা, মন্ত্র জানি না,
তা হ'তে স্বতন্ত্র থাকি।
সুধু এই বীণা যন্ত্র যোগে, মা, মা, ব'লে ডাকি ॥
আমার সা সাধিতে মা আসে,
রেখাবে রূপ পরকাশে,
গান্ধারে গান ধরিলে
গভীর্ আন্ধারে ফোটে আঁখি ॥
মধ্যমে মদ ভু'লে যাই,
পঞ্চমে পাপ্ পুড়ে ছাই,

ধৈবতে মোর মহা সমাধি,
বোঝরে ও মন তা-কি ॥
যে জানে সাধন সন্ধান
তার নিখাদেই মহা নির্ব্বাণ,
এ কঠোর সাধনায়, আমি—
যোগেন্দ্রেরে সাথে রাখি ॥ ১০।৪৬ ॥

ইতি গীতামৃত লহর্য্যাং মানসপ্রবোধেণ নাম
পঞ্চমোচ্ছ্বাসঃ।

—— ০ ——

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

সুরট—একতালা।

এমা তোমারি আদেশে, আইনু বিদেশে,
করিতে পরম ধন উপার্জ্জন।
হ'ল-লাভ ত যথোচিত্, যাছিল সঞ্চিত্,
বঞ্চিত্ কল্লে তায় দস্যু ছয় জন॥

তারা, কৌশলে আমারে করিয়ে বন্দি,
রেখেছে নিয়ত নজরবন্দী,
জানিয়ে তাদের দুরভিসন্ধি, সতত সন্দীগ্ধ,
এ দগ্ধ জীবন॥

তবু-প্রলোভে তাদের রয়েছি ভুলিয়ে,
সুধার লোভে বিষ খেতেছি তুলিয়ে,
দেখি না একবার আঁখিটী মেলিয়ে,
সম্মুখে আমার করাল শমন;—
তারা, তোরে ডাকৃতে নিলে অন্য কথা তোলে,
তাদের কথায় মন সকলি যে ভোলে,
দারুণ হলাহলের জ্বালায় মলেম জ্বলে,
তবু, সুহৃদ ব'লে তাদেক্ করি আলিঙ্গন॥

বল, কার মা দেশান্তরে পাঠায়ে সন্তানে,
থাকে গো নিশ্চিন্ত বেঁধে বুক পাষাণে,
পাষাণের মেয়ে, পাষাণের চেয়ে,
কঠিন বুঝি তোর মন ;—
তনয় ব'লে যদি থাকে গো মমতা,
যা হবার হয়েছে আর দিওনা ব্যথা,
দেও মা পদতরি, এ বিপদ তরি,
নৈলে, যোগেন্দ্রের আর নাই মা মোচন ॥১৪৭॥

—o—

সুরট—কাওয়ালী।

সাধে কি রাঙ্গা পদ চাই মা।
সাধে কি আঁখি মুদে ডাকি হৃদে
দেখি এ দীনের—সে দিনের আর বাঁকী নাই মা ॥
কাল করাল মুখ করিছে ব্যাদান,
হেরে সদত ভীত চিত স্তম্ভিত
কম্পিত কখন্ বা হ'রে লয় প্রাণ।
তাই, ক্বচিত শান্তি চিতে নাই মা,
যা দিয়ে ভুলালে ভবরাণী ভবে আনি,
তা দিয়ে হ'লনা সুখ,
সম্মুখে মৃত্যু মুখ, কাঁদি কাঁদি বুক সদত ভাসাই মা ॥

সুখের লাগি দিলে দারা তনয় মোরে,
তারা মোরে তারা ফেলিল কারাঘোরে
আর কার কাছে যাই, ভয় পাই ডাকি তাই,
দাঁড়াবার নাই আর ঠাঁই মা ;—
ক'রনা ক'রনা ঘৃণা পাতকী জ্ঞানে,
আর রেখনা বিকলে রাখ কোলে কোলে,
চিত মাতাও মা তব নাম গানে ;—
নৈলে গতি ত আর নাই মা।
পতিত পাবনী ভব তারিণী নাম তব-যোগেন্দ্র সনে
একপ্রাণে একতানে, ঘোষুক সকলে মিলে
সুখে চ'লে যাই মা ॥২।৪৮॥

—০—

ভৈরবী—একতালা।

কি আশায়, মা তোমায়, ভজিব ভবানী।
ভবোপায়, তব পায়, ভবদায়, সঁপে কায়,
নাহি পায়, ও কৃপায় সে ত্রিশূল-পাণী ;—
আমি আর, কোন ছার, পাব পার এ সংসার,
পারাবার, মা তোমার পূজে পা দুখানী ॥
চারি মুখ ধরি, চারি জুগ ভরি,
চারি বেদে তব গুণগান করি,

করিতে পারেনি, মা তোমার
মহিমার সীমা সে ব্রহ্মা ;—
আমি, ক্ষুদ্রাদপি, অতি ক্ষুদ্র রূপী,
সে অপার, মহিমার, আমি আর, কি জানি ॥
হৃষিকেশ হরি, কত বেশ ধরি,
ভবে অবতরি, তব প্রেম স্মরি,
পে'লনা মা তব ; দয়া সে মাধব,
লইয়ে তব ভার নাশিতে ভবভার,
আসিতে হয় তার, মহীতে বার বার,
আমি পা'র রেণু তাঁর,
মা আমার, কারাগার, ঘুচিবে কিসে আর,
স্বগুণে যদি পার না কর ঈশানী ॥৩।৪৯॥

—o—

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

যদি কেঁদে হয় আকুল। অম্‌নী-মাটী যেমন দিয়ে ;—
মাটীর পুতুল, ভুলায়ে রাখে তনয়ে।
মা তুই-আমায়-তেম্‌নী ধারা, দিয়ে সুত দারা,
অবোধ ব'লে রেখেছিস্ ভুলায়ে ॥
আমি সেই পুতুল প্রথমে, সুবর্ণময় ভ্রমে,
সযতনে তু'লে নিলাম হৃদয়ে।

তাতেই-খেল্‌ছি ব'সে ভবে, ভূলোক তুচ্ছ ভেবে,
বালক্ সুলভ্ পুলক্ বিহ্বল হয়ে ;—
রয়েছি ঘোর মত্ত, করিনে তোর তত্ত্ব ;
কিসে হব মুক্ত করাল কাল ভয়ে ॥
তাহে কাম ক্রোধ আদি, ছজন সঙ্গী মোরে,
দিয়েছিস্ জননী খেলিবার তরে,
তারা, সারা দিন মোরে, খেলায় মত্ত ক'রে,
রেখেছে মা বেঁধে দারুণ প্রণয়ে ;—
সুধা ব'লে তাতে, দিয়েছ মা হাতে,
বিষামৃত মাখা বিষম্ বিষয়ে ;—
ও তা-খেয়ে মলেম জ্ব'লে, সুধা পাব ব'লে,
সুধা বিষের বোঝা বেড়াই মা ব'য়ে ॥
খেলাতেই সুধু রাখ্‌লি মাতোয়ারা,
গুরুদত্ত বিদ্যা হ'লনা গো তারা,
তাই ভেবে শীর্ণ কেমনে উত্তীর্ণ,
হব ভব-পরীক্ষার সময়ে ;—
এমা শাস্ত্রে এই শুনি শত্রু হয় জননী,
যদি পুত্রে না দেয় বিদ্যালয়ে।
যোগেন্দ্রে সেই মত, কর্‌লি বিদ্যা-হত,
এখন অবিদ্যার প্রভাবে মরি অভয়ে ॥ ৪।৫০ ॥

ভৈরবী মিশ্র—কাওয়ালী।

আমি ও খেলা আর খেল্‌ব না মা ভবে।
ঘুচেছে মনের ভুল ; জায়া সুত আদি
সব মায়ারি পুতুল।
জেনেছি অনুভবে ;—তাদের সঙ্গে রস রঙ্গে,
মজে অসার প্রসঙ্গে, সংসার তরঙ্গে তারা
দেহ তরণী যে ডোবে॥

এসে মা ভবের ব্যাপারে খেলাতে কাটালেম বেলা,
হেলা ক'রে হর-দারা হারালেম ঐ পারের ভেলা,
খোয়ায়ে মা লাভে মূলে, ব'সে কাঁদি ভবের কূলে,
আকুল প্রাণে ডাক্‌ছি কত প'ড়ে এ অকূলার্ণবে॥

যে খেলা খেলালে মাগো ছোঁবে না করাল কাল,
রব ভব-নিস্তারিণী নিত্যানন্দে চিরকাল,
সংসার জঞ্জাল না রবে ;—
সেই খেলা খেলিতে দেমা রেখে তোর কাছে কাছে,
ছেলে ব'লে নেমা কোলে যোগেন্দ্রের
আর কে আছে,
আমায় দে মা ভক্তি ফুল, আমি হ'য়ে প্রেমাকুল,
ব'সে খেলি মা ও ফুল দিয়ে অতুল পদপল্লবে॥৫।৫১॥

—০—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

আমায় মাগো-খেল্‌তে দিলে না।
যারে নিয়ে খেল্‌ব তায় খুঁজে মিলেনা॥
অন্দরে বাহিরে ঢুঁড়ি, কানন কন্দরে ঘুরি,
খেল্‌ছে সে যে লুকো চুরি, আমার খেলায় নিলেনা॥
যুটে সব দুরন্ত ছেলে, আমায় দিলে দূরান্তরে ফেলে,
সে ঘোর সঙ্কটে তুমি, কাছে ছিলে না॥
ডাকি সদা তারা তারা, চক্ষে ধারা তারাকারা,
তবু ঘুচিল না কারা, ফিরে চেলেনা॥
যার লেগে যোগেন্দ্র ফিরে,
পেলাম না সেই ছেলেটীরে,
ভাল—খেললাম খেলা, গেল বেলা,
আ'জো কোলে নিলে না॥ ৬।৫২॥ *

—o—

সুরট—তেতালা।

থেকে, কালের বুকে একি খেলা, খেল মা।
ভেসে-কাল-স্রোতে অনিবার, এলাম গেলাম কতবার
দেখি যে ভাব্, সেই ভাব, তোমার, আবারো
কাল এল মা॥

* দীক্ষা গ্রহণের কিছু দিন পর এই পদটী রচিত হয়।

আপনি সব ক'রে সৃষ্টি কোপ্ দৃষ্টিতে কর নাশ,
মিষ্টভাষ নাই তোর মুখে, কেবল দেখি অট্টহাস,
চা'র পাশে ডাকিনীর খেলা দেখে বড় হয় ত্রাস,
তাদের মায়া পাশে কেন জড়াইয়া ফেল মা ॥
ভূতে ভূত মিশাইয়া দেখ মা অদ্ভুত রং,
সংসার আসরে এনে সবারে সাজাও সং,
কেউবা খালি কালী মাখে,
কেউ ডাকে কালী তোমাকে,
দেখাদেখি, আমি ডাকি, কৃপা আঁখি মেল মা ;—
সংহারিণী বেশ দেখে প্রাণে বড় শঙ্কা হয়,
বরাভয় রেখে বটে দিচ্ছ দয়ার পরিচয়,
দেখি না তো দয়ার লেশ, কেবলি দিতেছ ক্লেশ,
বিনা দোষে যোগেন্দ্রেরে কেন পায় ঠেল মা ॥৭।৫৩॥

—০—

ইমন—কাওয়ালী।

এ যে ঘোর বিপদ শঙ্করী, পড়েছি অকূলে কি করি।
ভয়ঙ্কর ভব তটিনীতে লোভ ঝটিকায় উঠিতেছে
কামনা লহরী ॥
বিষয়-তৃষা রূপা একে প্রবল বরিষা,
তাহে মায়া-রূপা রে মা ঘোরা অমানিশা,

অজ্ঞান তিমিরে তারা হারা যে হয়েছি দিশা,
বল্ মা ঈশানী কিসে তরি ॥

বরষিছে বিষাদ-বারি মোহ-জলধর,
অন্তর অম্বর আবরি ;—
তাহে লুকায়েছে জ্ঞানশশী প্রবোধ ধৈরযতারা,
সাধনাদি ধন লুটে ছজন তস্কর তারা।
আপন করম দোষে ডুবাইতে চায় তা'রা,
আমার এ ধরম তরি ॥

ধরে না বিবেক কর্ণ দেখে না মানস মাঝি,
সাগরের মাঝামাঝি তরি ;—
মাঝি যদি রাজী হয় তবে কি এরূপ ঘটে,
এড়ায়ে রিপুর হাত তারা তোমারি নিকটে,
যাইত যোগেন্দ্র বিধি যাহার কর্ম্ম পটে,
এত দুখ লিখিছে জন্ম ভরি ॥৮।৫৪॥

পাঠান্তরে এত দুখ লিখেছে হরি—হরি !

—০—

সুরট মল্লার—একতালা।

তুই মা কার ঘরের মেয়ে কোন্ পাষাণে তোরে,
দিয়েছে জনম মা তোর কঠিন মরম পাষাণের চেয়ে

একি রূপ তোর তিমিরের রাশি,
কভু দেখি তায় জোছনার হাসি
নব ঘন হারে, তব কেশ ভারে, ওতা—
এলায়ে পড়েছে জঘন ছেয়ে ॥
ছিন্নশির অসি বামকর দ্বয়ে,
অপর দ্বিকর শোভে বরাভয়ে,
শির হার পরা, কর্ণে শিশু মরা,
মারিলি এ সবে কি দোষ পেয়ে,
চির দিন জানি যে মজে তোমায়,
তারে তুমি মার নিদারুণ ঘায়,
আবার এ কি কাচ কাচো, পতি বক্ষে নাচো,
চক্ষের মাথা কি বসেছ খেয়ে ॥
ঘোর রবে তোর কাঁপে তিন লোক,
জবার মতন রাঙ্গা তিন চোখ,
তাহে ধ্বক ধ্বক, জ্বলিছে পাবক,
গলিছে রুধির অধর বেয়ে ;—
তুমি পান কর সুধা ওগার গরল সেই গরলে
এই চরাচর তল,
এনে এই ভবে সেই বিষার্ণবে,
রেখেছ যোগেন্দ্রে দেখনা চেয়ে ॥৯।৫৫॥

সুরট—একতালা।

কেরে—কে তুই চিনিনে তোরে।
দিচ্ছ মা বলে পরিচয় মোরে,
বারে বারে এস, ধ'রে নানা বেশ,
চিন্‌ব তোয় কেমন্ করে ॥

মা যদি হও তবে কেন এ ছলনা,
কভু ঘনশ্যামা ভীষণা ললনা,
কভু দশকরা অতসী-বরণা,
কখন ষোড়শী রূপে শশী ঝোরে ॥

কখন ভৈরবী রূপে ভুবন মাতে,
প্রভাতের রবি হারে তোর প্রভাতে,
শোভে বর মালা তন্ত্র পুঁথি হাতে,
মাধুরীতে সুধা ক্ষরে ;—
কভু দূর্ব্বাদল দলিত বরণ,
বুঝি না এ সব সত্য কি স্বপন,
কভু ধূমাবতী জরতী, মূরতী,
ভাসাও বসুমতী নয়ন লোরে ॥

মায়ের চিহ্ন তোতে দেখি না কিছুই,
মা হয় স্নেহময়ী খড়্‌গহস্তা তুই,

তোর মায়া নাই নিতান্ত, দেখা'স তার দৃষ্টান্ত,
ছিন্নমস্তারূপ ধ'রে ;—
তোর মত কার মাতা, লাজের মাথা খেয়ে,
ল্যাংটা বেশে আসে, ছেলের পাশে ধেয়ে,
তোর মত কে আছে, পতির বুকে নাচে,
কে নিয়েছে তোর লাজ ভয় হ'রে ॥
আমি মা-হারা সন্তান মা মা ব'লে ডাকি,
মা থাকিলে কি এই দারুণ ভবে থাকি,
মা হ'তে যদি, তাহ'লে কি ফাঁকি,
দিতে আমায় এমন ক'রে
যোগেন্দ্র কয় ওরে জ্ঞানহীন চিত,
ঐ অনন্তরূপা মা তোর নিশ্চিত,
ওজে চিন্তাতীত, শ্রীনাথ ব্যতীত
কে চিনাতে পারে ওরে ॥ ১০।৫৬॥

—o—

শাওন্ মল্লার—একতালা।

বল্ মা শঙ্করী, উপায় কি করি,
পড়েছি বিষম ঘোরে।
মোহ মদিরায়, সদা মাতোয়ারা,
ভুলে যাই তাই তোরে ॥

কে যেন জননী, বেঁধেছে আমায়,
নিদারুণ মায়া ডোরে।
কে যেন আমারে, পাপ পাথারে,
নিয়ে যায় হাতে ধরে॥
সাধন বিভব, লুটে নিল সব,
জুটে মা ছজন চোরে।
এ ঘোর অকূলে, তুমি না রাখিলে,
বাঁচি মা কেমন করে॥১১।৫৭॥

—o—

ঝিঁঝিট—একতালা।

ভব পারাবারে কেমনে এবার,
পাব মা নিস্তার বলনা।
দিনান্তে একবার, দুর্গা নাম তোমার,
নিতে অবসর হ'ল না॥
দুর্ল্লভ মানব জনম ল'ভে,
অনিত্য অসার সম্পদ লোভে,
ভুলে আছি শিবেঃপাপেরি প্রলোভে,
তাহে আশার ছলনা॥
হৃদয় হয়েছে মরুর প্রায়,
প্রেম বারি কণা নাহি মা তায়,

ভক্তি বীজ দিলে শুখায়ে যায়,
কি করি দানব-দলনা ॥

শুখায়ে গেল মা জ্ঞানাঙ্কুর দল,
ফলিত যে ফলে পারের সম্বল,
তুমি মা যোগেন্দ্রের ভরসার স্থল,
পার কর হর-ললনা ॥১২।৫৮।
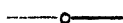
ললিত—কাওয়ালী।

মায়া তোর প্রকাণ্ড জঠর।
আমায় রেখে তায় কঠোর দুঃখ দিতেছ মা নিরন্তর ॥

ঘোরতর মোহ অন্ধকারে ঘেরা সেই ঠাঁই
তত্ত্বজ্ঞান বিনা আর নির্গমের পথ নাই,
অবিদ্যার আবরণে সে দ্বারও রুদ্ধ সদাই,
কি উপায়ে ত্রাণ পাই বলে দে মোরে সত্বর ॥

পাপাদি পুরীষ মূত্রে খেতেছি মা হাবুডুবু,
মা, মা, ব'লে ডাকিতেছি দয়া যে হ'লনা তবু,
পেতেছি যাতনা অতি ভয়ঙ্কর ঃ—
আমি যে বেদনা পাই তাতে ত মা—খেদ নাই,
জাত-না হয়ে যে তোরে যাতনা দি সর্ব্বদাই,

মনে বুঝে দেখ সূক্ষ্ম সেই মোর প্রবল দুঃখ,
মা তোর ভার হ’য়ে কত কাল আর রবে বল
এ পামর ॥

শাস্ত্রাদিতে শুনি তুমি পাতকীর ভার বও,
এই কি মা সেই ভার সত্য করে মোরে কও,
কাজ নাই মা এমন ভার আর বয়ে তোর ;—
তবে যদি নিতান্তই মোর ভার নিতে চাও,
এ গর্ভযাতনা হ’তে মুক্ত করে কোলে নাও,
প্রসব হ’য়ে ডাকি তোরে, মা, মা, ব’লে প্রাণ ভ’রে
দেখে তোর পাদপদ্ম জুড়াই তাপিত অন্তর ॥

একবার মার গর্ভে কাটায়েছি দশ মাস,
পুনর্ব্বার মা তোমার মায়া গর্ভে করি বাস,
কালগর্ভে যাবে শেষে কলেবর।
গর্ভে গর্ভে যদি—হ’ল কাল অবসান,
কবে তোর শান্তিময় অভয় কোলে পাব স্থান,
থেকে রে মা তোর উদরে,
দেখিতে যে পাইনে তোরে,
সব হ’তে যোগেন্দ্রের এই দুঃখ গুরুতর ॥১৩।৫৯॥

——০——

মুলতান—একতালা।

এল সঙ্কট দিন, কি হবে দয়াময়ী।
মোহ মদে মত্ত হ'য়ে ও পদ ভুলে রই॥
নিজগুণে তারা তার ভবাব্ধি-নিস্তার নাহি তা'বই।
তোরে তারা তারা ব'লে ডাকি সারাদিন
সাড়া পাই তোর কই॥
এমা—চৌদিকে আঁধার, বিষম পাথার,
দিতেছি সাঁতার খালা। পাই না মা কূল,
ভয়ে প্রাণাকুল, কি করি উপায় কালী ;—
নিখিল দুখ বিভঞ্জিনী মা তুই—তবে কেন এত সই।
যোগেন্দ্রেরে এই ঘোর তরঙ্গে কে তারে
তোমা বই॥১৪।৬০॥

—o—

ভৈরব - কাওয়ালী।

মা হ'য়ে কি এতই বাদ সাধে।
একবার চা'লিনে মুখপানে,
বুক-বেঁধে মা পাষাণে, দিলি ভাষায়ে সন্তানে—
ভীষণ-ভবসাগরে অবাধে॥
অপার সংসার ঘোর মোহ অন্ধকারে
সদা পাপের বিকারে প্রাণ কাঁদে ;—

বেঁধেছ তায় মায়া ডোরে, কার মা বল এমন করে
পেলে দোষ ছেলেরে ধ'রে বাঁধে ॥
কত আর হা, হা কার, করিব মা' মা' মা' ব'লে,
কৃপার হস্ত প্রসারিয়ে স্নেহের কোলে নে মা তুলে,
দিশ্ না দুখ বিনা অপরাধে ;—
যে দেশে নাই পাপের প্রতাপ,
শোক্ পরিতাপ রোদন্ বিলাপ,
যে দেশে বাঁধে না কাল-ব্যাধে।
সেই রাজ্যে চল্ মা লয়ে,
যোগেন্দ্রে নিদয়া হ'য়ে ডুবা'স্‌নে গো
এ ভব অগাধে ॥ ১৫।৬১ ॥

——o——

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

অবোধ ছেলের প্রতি মাগো
সাজে কি তোর এ ছলনা।
আকুল প্রাণে ডাক্‌ছি কত
তবু অকূলে মা কূল দিলে না ॥
যেমন—মেঘের কোলে তড়িৎ হাসে,
তেমনি আমার হৃদাকাশে,

একবার একবার দিয়ে দেখা

হও মা আবার অদর্শনা ॥

প'ড়ে ঘোর অন্ধকারে,

ডাকি তোরে হা হা কারে,

তবু, জ্ঞানালোক ধ'রে যোগেন্দ্রে,

স্বরূপ তোমার দেখালে না ॥১৬।৬২ ॥

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীজগন্মাতুঃ সমীপে পদকর্ত্তুরাক্ষেপ-
বর্ণনং নাম ষষ্ঠোচ্ছ্বাসঃ।

———o———

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমার, আর ভাল লাগে না ভবের বাস।
ক'র্‌লেম্ এত কাল কতই ভোগ বিলাস।
এখন—সাঙ্গ হক্ সংসারের খেলা এই অভিলাষ॥

তব নাম ল'য়ে মুখে, আজীবন অতুল সুখে,
কাটাইব ছিল এই বিশ্বাস।
নাই আমার সে পুণ্যপ্রভাব,
প্রেম ভক্তির পূর্ণ অভাব,
হ'ল সদ্ভাব-শূন্য স্বভাব,
আর—নাই সে ভাবোচ্ছ্বাস॥

আছি—মোহ ঘুমে ঘোর মগ্ন,
থেকে থেকে বিকট স্বপ্ন,
দে'খে দে'খে হ'তেছে মা ত্রাস।
আর নাই সে সুখের আশা,
বুকে এখন দুখের বাসা।
মুখে সদাই-শোকের ভাষা, কেবল হা হতাশ॥
তাতে—আধি ব্যাধি আছে যত দুরন্ত কৃতান্ত দূত,
এসেছে করিতে মোরে গ্রাস।

এখন ছিঁড়্‌তে চাই মায়ার পাশ,
ছাড়তে চাই জায়ার পাশ,
এখন করে পদ-ছায়ার আশ,
নিয়ত এ দাস ॥১৬৩॥ *

—০—

রাগিণী সুরট—একতালা।

আমার, এ হৃদয় মহা শ্মশান। তায় হু হু হু হু করি,
দিবস শর্ব্বরী, জ্বলে চিতানল নাহি মা নির্ব্বাণ ॥
মাগো, মহাদেব উক্তি তন্ত্রেতে প্রকাশ,
জ্বলচ্চিতা মাঝে শ্মশানে তোর বাস,
কিসে সত্য ব'লে করি-তা—বিশ্বাস,
না হ'লে মা মোর হৃদে অধিষ্ঠান ॥
চিরদিন জানি শিববাক্য সত্য ;
তোরই দোষে তাঁর যায় সে মহত্ত্ব,
পতি নিন্দা শুনে, তুই না মনাগুনে
ত্যজেছিলি নিজ প্রাণ ;—
ত্রিলোক-বিখ্যাতা তুই সে পতিব্রতা,
আজিকে সে ভাব লুকালি গো কোথা,

* পাঠান্তরে এখন পদছায়া দিয়ে যোগেন্দ্রে পুরাও মনের আশ।

ক্ষুদ্র জীবের প্রতি, ক্রুদ্ধা হ'য়ে সতী,
উচিত কি মা তোর পতি-মুখ হাসান ॥
জীবের প্রতি তোর না থাকুক্ মায়া,
শিবের জন্যে শিবে দিয়ে পদছায়া,
পবিত্র কর এই শ্মশানের কায়া,
তাহ'লেই হই ত্রাণ ;—
সজলদ বিদ্যুতে ক'রে মা বিদ্রূপ,
হৃদয় জ্বলচ্চিতায় প্রকাশ চিদ্রূপ
রেখে—যোগেন্দ্রের কথা, যোগেন্দ্রের ব্যথা
নগেন্দ্রকুমারী কর অবসান ॥২।৬৪॥

———০———

ইমন মিশ্র—তেলালা ।

যে দিকে চাই কূল নাই কোথা-দাঁড়াই বল ।
ভীষণ ভবাব্ধি মাঝে শঙ্করী আছি নিরাশ্রয়ে ।
হারা হ'য়ে সাধনবল ;—
কেবল আশা-তৃণ আশ্রয় ক'রে,
ডাকি ত্রিনয়না তোরে,
তার গো তারিণী নৈলে হই মা তল ॥
হেরি মা অতল্ মনোরথ, জল, ভীষণ মায়া আবর্ত্ত,
মোহ বিপাকে নিয়ত, ডুবাতে
চায় প্রাণ তায় বিকল ;—

আবার—ভাবনার ঘোর তরঙ্গ, অবশ করিল অঙ্গ,
তাহে অশান্তির প্রবাহ প্রবল ;—
তাইতে-বড় ব্যাকুল হয়েছি মা,
অনুকূল হয়ে শ্যামা, আমায়, দেমা কূল দে
পদ কুলাচল ॥

জ্বলিছে তায় হিংসার বাড়বানল,
প্রাণ যে গেল মা পুড়ে,
পাপের প্রবল ঝড়ে স্থির হতে পারিনে একপল ;—
ক্ষণে, দম্ভ রূপ জলস্তম্ভে, ঊর্দ্ধে উঠায় জগদম্বে,
তাই-তত্ত্ব পথ হারালেম সকল ;—
আবার-কামাদি কুম্ভীর
ভ্রমে, পড়ে মা তাদের আক্রমে, ক্রমে,
উদ্ধারের উপায় সব হ'ল বিফল ॥

---o---

তাতে-সাধু রূপ কত যে ধীবর দল,
তুলে—বিবেক ভেলায় প্রেমের পাল,
ফেলায়ে মা ভক্তির জাল,
মনের সুখে ভ্রমে অবিরল ;—

ঐ মোহপাকে ডুবে পাছে,
আসে না তাই আমার কাছে,
তারা দূরে হ'তে করে কোলাহল।
ঐ মোহ পার হয়ে আমি,
হতেও নারি অগ্রগামী, এখন,তুমি কেবল
যোগেন্দ্রের ভরসার স্থল ॥৩.৬৫॥

—০—

ভৈরোঁ—কাওয়ালী।

তারা, মা, মা, বলে ডাকছি বটে তোরে।
ও তুই আস্‌লে কোথা বস্‌তে দিব তাই
ভেবে পড়ি ফাঁপরে ॥
সুধু বসিবার স্থান তোর, হৃদয় মন্দির মোর,
তাও যে মা গেছে ভেঙ্গে চু'রে,—
দুরন্ত বাসনার ঝড়ে, কখন্ বা-তা ট'লে প'ড়ে,
আছে মাত্র তব নামের জোরে ॥
যেতে সে মন্দির মাঝে আমারি মা হয় ত্রাস,
নিবিড় পাপ অরণ্যে ঘেরা তার চারি পাশ,
তায় হিংসা দ্বেষ ব্যাঘ্রাদি বাস করে ;—
ঘোর অন্ধকার দেখে, ঢুকেছে তায় একে একে,
নিদারুণ কামাদি ছয় চোরে ;—

পোহায় না তায় মোহের রাতি, নিভে গেছে
জ্ঞানের বাতি,
সদা কাল কাল তায় ঘোরে ॥
কথন বা ধরে সে মোরে, সেই ভয়ে ভীত রই,
তাই কাতর কণ্ঠে তোরে সদাই ডাকি ব্রহ্মময়ী,
এস মা যদ্যপি দয়া ক'রে ;—
দেরে মা বিবেকের অসি, নির্ভয়ে মন্দিরে পশি,
বিনাশি ছজনে এক্ এক্ ক'রে ;—
যোগেন্দ্রের আর নাই মা বল,
তুই কেবল ভরসার স্থল,
ও তোর—বসিবার স্থল নে মা দখল ক'রে ॥৪।৬৬॥

—০—

সিন্ধু—পোস্তা।

আ'জ নাহয় দুখ্ দিলে দিলে,
সেই দিন মনে রেখ, রে মা।
যেদিন কাল চাপিবে বক্ষে
কৃপা চক্ষে দেখ, রে মা ॥
সুখে থাকি দুখে থাকি,
তায় আমার ক্ষতি বা কি,

যে দিনে মুদিব আঁখি
ফাঁকি দিওনাকো, রে মা ॥
কাল ভয় করি দূর, এলায়ে দিয়ে চিকুর,
সেই দিনে মা যোগেন্দ্রের হৃদে
ব'সে থেকো, রে মা ॥ ৫।৬৭ ॥

—o—

ইমন কল্যান—কাওয়ালী।

বিতর চরণ তরণী হরঘরণী তার মা সত্বর ভব
দুস্তর তরঙ্গে তারা, না জানি সন্তরণ অন্তর কাতর
কি ঘোরতর বিপদ জননী ॥
নাহেরি জলধির কূল কিনার, নারকী বলে তাই
তারিতে কি নার, আপনার গুণে তারা তার,
আঁধার হেরি যে ধরণী ॥
অঙ্গ যে অবশ হ'ল, শঙ্করী কি করি বল,
লয় ভানুজ অঙ্গ এখনি।
কফে ঘিরি নিল কণ্ঠ, নীলকণ্ঠ-রমণী,
সুকোমল শয্যা যে কণ্টক সম গণি,
তাই সকাতরে তোরে ডাকি, যোগেন্দ্রে
বাঁচাও ত্রিনয়নী ॥৬।৬৮ ॥

—o—

বেহাগ—কাওয়ালী।

করগো করুণা ভবরাণী। ভবানী ভবজননী
ভয়ার্ত্ত জন ভয় বারিণী ঈশানী কি জানি
এমা তোমারি পবিত্র মাহাত্ম্য তত্ত্ব
যাহে মত্তচিত্ত শূলপাণি॥

শিরজাল, মালোপর, কালে কালো হর,
ভালে বাল শশী, ভুবন আলোকর,
কাল দর্প হর, কাল সর্পধর,
জ্বাল ভালে কাল বহ্নি ;—

নিন্দি তমাল প্রলয় মেঘ মাল,
কাল বরণ তব বদন করাল,
অনল মিশাল ত্রিনয়ন বিশাল
কপাল কৃপাণে শোভে পাণি ;—

সর্ব্বাণী শিব ঘরণী শৈলরাজ কুল পাবনী
তারিণী তাপ হরণী ;—
ভবত্রাস হতাশ হুতাশ নাশো
দিয়ে যোগেন্দ্রের হৃদে পা দুখানী॥ ৭।৬৯॥

——০——

আশবরী—ঝাঁপতাল।

এমা অঘ দলনী বিয়োগ ভয় বারিণী।
জগত্তারিণী তারা ত্রাহি সুরেশ্বরী ;—
পাহি মাং পাহি মহেশানী মা ॥
ভ্রূ'ভঙ্গে তার ভব ভূতনাথ ভামিনী,
ভবকামিনী। কর গমন বারণ মত শমন
সঞ্জামনী ;—
সুখদা সারদা সদানন্দ-সুখদায়িনী ; দেহি পাদ-
পদ্ম ভবরাণী মা ॥ ৮।৭০ ॥

—০—

আলিয়া ফেরতা তেওড়া—ঝাঁপতাল।

দুর্গে দুরিত দুখ দারিদ্র্য হরণী।
নর নরক হর মা হরকামিনী ভামিনী
দামিনী-বরণী ॥
তোমারি মাহিমাতে মহী-মাতে মোহমায়া মদে।
বাসব বিধি কেশব ভব, তোমা হ'তে প্রসব সব,
নিখিল ধরণী ॥
(তেওড়া)
মুকুট কুণ্ডল শিরে ঝল মল,
জটাজূট দল দোলে দলমল,
আস্য ঢল ঢল হাস্য খল খল, দৈত্যদল
বল দলনী ;—

(ঝাঁপতাল)

তুমি মা জগদাদ্যা যোগারাধ্যা, জগত্তারিণী ;—
তরিতে দুস্তার ভব, যোগেন্দ্র যাচে তব,
চরণ তরণী ॥ ৯।৭১ ॥

—o—

খাম্বাজ—একতালা।

দানব দল দলনী দুর্গে দেব মানব পালিকে।
ঢল ঢল নীল জলদ বরণী রণরঙ্গিণী কালিকে ॥
তুমি আগম বেদ অগম্যা, নিখিলজন প্রণম্যা,
কখন সৌম্যা শ্যামা যুবতী,কখন উগ্র তারা মুরতি,
কভু বা জরতী, কভু রতি-মতি মথ গো
মুণ্ডমালিকে ॥
তুমি চন্দ্রচূড় গেহেনী, চন্দ্রকচূড় বন্দিনী।
চন্দ্রক জিনি চিকুরকান্তি,
শ্রীমুখ কনক মুকুর ভ্রান্তি,
দূর কর বিষয় শ্রান্তি, চরম শান্তি দায়িকে ॥
বিন্ধ্যাচলবাসিনী, বৃন্দাবন-বিলাসিনী,
আদ্যা শক্তি যোগমায়া,
যোগ জীবন যোগেশজায়া,
যোগন্দ্রেরে চরণছায়া দেহি চন্দ্রভালিকে ॥১০।৭২

—o—

সুরট—ঝাঁপতাল।

জয়তি জয়ন্তী রূপা নিখিল ভয় বারিণী।
দেহি মে বিজয়ানন্দ নন্দগোপ নন্দিনী॥

শত্রুভয়ে সতত শঙ্কিত শঙ্করমোহিনী।
সঙ্কটে কাতরে তোরে ডাকি গো দিন যামিনী॥

ত্বং দুর্গে দুখহরা, ত্বং হি বরাভয় করা,
হর মা দুখ হর শোক বরদে বরদায়িনী;—
জানিনে সাধন তব সাধক মনোরঞ্জিনী;—
দেহি পদ তরণী স্বগুণে দীন তারিণী॥ ১১।৭৩॥

—o—

মূলতান—আড়া।

বিপদে ঐ পদ মাত্র ভরসা মা এইত জানি।
ভ্রমেও ভাবিনে পদ কি হবে গো ভবরাণী॥
সামান্য সঙ্কটে লোকে, নিয়ত কাল স্মরে তোকে,
আমি বিপদ সমুদ্রে থেকে, ভুলে রই পদ দুখানী॥
বৈষয়িক গোল যোগে, নানাবিধ শোকে রোগে,
সতত অস্থির মাগো, রয়েছে এ মহাপ্রাণী;—
তবু এসঙ্কট ঘোরে, ডাকিনে শঙ্করী তোরে,
হ'লে ব্যাধি নিরবধি খাই মা ঔষধি আনি॥

বিষম সঙ্কটে প'লে জঘন্যেরও পদতলে,
বিলুণ্ঠিত দিবানিশি জোড়ি মা যুগল পাণি ;—
তোমাতে নির্ভর নাই, শ্রীপদে জানাই তাই,
নিজগুণে যোগেন্দ্রেরে, নিস্তার কর
ঈশানী ॥ ১২।৭৪ ॥

—o—
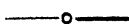
প্রসাদী সুর—একতালা।

আর কি মা জানাব বাড়া।
যেন ক'রনা ঐ চরণ ছাড়া।
আকুল প্রাণে মা, মা, ব'লে,
ডাক্‌লে যেন পাই মা সাড়া।
আমার হৃদয় কমলাসনে, অম্‌নী এসে হ'ও খাড়া ॥
কাল পেয়ে আমারে যখন,
কালে এসে দিবে তাড়া।
তখনি তায় দেখা'ও মা ঐ
কাল বিজয়ী করাল খাঁড়া ॥
যোগেন্দ্রের সহায় তুমি
বিপদ ভয় তাই হয় তায় ছাড়া।
সুখে নিত্যানন্দপুরে যায় সে
বাজাইয়ে মা বিজয় কাড়া ॥ ১৩।৭৫ ॥

—o—
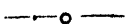
মুলতান—আড়া

চাইনে মা এমন সম্পদ যে পদ গেলে ওপদ হারাই
করিতে পরীক্ষা মোরে
অনিত্য ধন দিতে চাইস্ তাই ॥
আমি নই মা তেমন ছেলে, সুখী হব বিষয় পেলে,
ধন পরিজন সকল ফেলে,কেবলমাত্র ঐ পদ চাই;—
নই মা সম্পদ অভিলাষী, বিপদ বড় ভাল বাসী,
অকূলে রেখেছ বলে আকুল প্রাণে ডাকি সদাই ॥
ক'রনা হেন বিপন্ন, হব যাতে অবসন্ন,
মা তোর শমন জয়ী নামটী যেন,
লইতে অবসর পাই ॥ ১৪।৭৬ ॥

—০—

সুরট সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

কর মা নিস্তার ঘোর সংসার পাথারে।
পথ হারা মা বিপদ আঁধারে ॥
পড়েছি ঘোর দুর্য্যোগে বিষয় বরিষা-যোগে,
অবশ প্রাণ বিষাদ জল ধারে ;—
ঘিরেছে তাহে মোহ মায়া মেঘে,
প্রবল আশা, বায়ু বেগে,
ভেঙ্গে বিবেক বাহু মোরে ফেলেছে পাপধারে ॥
কেমনে যাব শঙ্করী এ সঙ্কট পারে ॥

করাল কাল মেঘে মাগো ঢেকেছে জ্ঞান সূর্য্য,
ধৈর্য্য হারা করেছে মোরে হরেছে মাধুর্য্য,
প্রেম চপলা ঝলকে তায় পলকে সে পলায়ে যায়
ভ্রান্তি পথে কেমনে যাই শান্তি সুখাগারে ॥
তাতে করাল অরি কাম ক্রোধ,
করেছে মোর গতিরোধ,
কুপথ পানে টানে মা আমারে ;—
দম্ভ দ্বেষ আদি যত বিকট বনজন্তু,
এসেছে ত্রাসনাশিনী মোরে গ্রাসিতে অধিকন্তু,
পড়িয়ে ভব দুস্তরে, কাতরে তাই ডাকি মা তোরে,
তোমা বিনা কে যোগেন্দ্রের
বিপদ ভয় বারে ॥ ১৫।৭৭ ॥

—o—

সিন্ধু—একতালা।

কি ঘোর সঙ্কট গো শঙ্করী।
দিবস যায়, নিকটপ্রায়, বিকট সর্ব্বরী ॥
ডুবিল ডুবিল আয়ু তপন, বহিছে প্রবল বায়ু সঘন
কফ রূপ ঘন জালে নিল মা হৃদয় গগন ঘেরি।
এমা যে দিকে চাই, তোরে না পাই,
ঘোর আঁধার হেরি ;—

একাকী বড় হতেছে ভয়,

দেখা কি দিবে না এসময় ;

চারিপাশে ভীষণ বিভীষিকা ; আসিতেছে

যেন গ্রাসিতে মোরে,

নয়নে বহ্নিশিখা, জীবন যায় নাহি উপায়,

বল মা কি করি ॥

আর শকতি নাই মা ডাকিতে তোরে,

বিবশ সব অঙ্গ ;

আজি হ'তে মা ফুরাল আমার, বুঝি

ও নাম প্রসঙ্গ ;—

জনমের শোধ ডেকে নি তোরে, মা, মা, মা,

রাখ এঘোরে,

এস এস শ্যামা হৃদে ব'স মা, দেখি রূপ

আঁখি ভরি ;—

আর দেখা হয় কি না হয়, শেষ দেখা দেখে মরি—

কি জানি ম'লে কি হয় পাছে,

মিশে যায় নাকি পাঁচে পাঁচে

দেখিবার লাগি ব্যাকুল তাই প্রাণ মা,

তোরে দেখা, তোরে ডাক

হবে কি অবসান মা, পদারবিন্দে রাখ যোগেন্দ্রে,
রোষ সম্বরি ॥১৬।৭৮॥

—o—

কানেড়া—একতালা।

কালী কুলকুণ্ডলিনী অকূলে কূল দেমা।
প'ড়ে তুফানে, আকুল প্রাণে, ডাকি তোরে শ্যামা॥
বিবেক কর্ণ নাহি মা তায়, ভগ্ন তরণী মগ্ন প্রায়,
কি করি উপায়, রাখ রাঙ্গা পায়,
ভব ভামিনী ভীমা॥
পারের উপায় মা কিছু ছিল লুটে নিল তা ছজনা,
তাদের ছলে বলে কলে কৌশলে,
লেভু হ'ল না তব ভজনা;—
এক মাত্র তুমি গো তারিণী, পতিত জন উদ্ধারিণী।
তরি—মোহ আবর্ত্তে ঘূর্ণিত, কালতরঙ্গে চূর্ণিত,
ভব তরঙ্গে * হের যোগেন্দ্রে তবে গো জানি
মহিমা॥ ১৭।৭৯

—o—

খাম্বাজ—একতালা।

এ-কেমন ধারা তোর, ধরাধরনন্দিনী।
ধরায় এনে মোরে, রাখলি কারাগারে,

* পাঠান্তরে তার ভ্রূভঙ্গে

ত্বরায় তার নৈলে মরি এখনি ॥
মায়ার শৃঙ্খলে পড়িয়াছি বাঁধা,
মোহের প্রভাবে আঁখি দুটী আঁধা,
সারাদিন চৌদিকে খেলে কত ধাঁধা,
কাঁদা মুখে কাল কাটাই জননী —
তাহে সে কৃতান্ত করাল বদনে, আসিছে গ্রাসিতে
সতত সদনে, ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
উপায় বিধান, কি হবে গো নিস্তারিণী ;—
তায়, নাইক গুরুদত্ত বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ,
কেমনে শমনের রণে হইগো ত্রাণ,
তুইও—রলি মা গা ঢেকে,সাড়া পাইনে ডেকে,
আঁধার দেখে বড় ভয় ভবানী ॥
মাগো—স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু সবাই স্বার্থ কামী,
কেহ আমার নয় আমার কেবল আমি,
ভাগ্য দোষে আমি অসৎ পথগামী,
তরি কেমনে জননী ;—
সহায় সম্বল বল ভরসা যা আছে,
কিছুই অগোচর নয় মা তোর কাছে,
যাতে প্রাণ বাঁচে, যোগেন্দ্র তাই যাচে,
পাঁচের পেঁচে আর রেখনা ঈশানী ॥ ১৮।৮০ ॥

সুরট মল্লার—একতালা।

জ্বলেমলেম জ্বালামুখী।
নিদারুণ জ্বালা, প্রাণ যে ঝালা পালা,
পালাবার পথ না দেখি॥
চারি দিকে ঘেরা মায়ার পরিখা,
সে জলে ওরে মা জ্বলে বহ্নিশিখা,
এঘোর হুতাশে, আবার বাতাসে,
কোন রূপে প্রাণ রাখি॥
অতি ভয়ঙ্কর মহা মরুর প্রায়,
সে মরুতহিল্লোলে জুড়ায় না আর কায়,
এ তপ্ত কায়ায়, শ্রীপদ ছায়ায়,
শীতল করিবে নাকি।
বৈরাগ্য বিদগ্ধ নাহলে এ প্রাণ,
এ বিদগ্ধ হতে নাই পরিত্রাণ,
যোগেন্দ্রে দেরে সেই শান্তি রাজ্যে স্থান,
থেকনা আর বৈমুখী॥১৯।৮১॥

—o—

মুলতান—আড়া।

আমিতো মন বান্তে চাই মা সাধনের ডোরে।
বাঁধনের উপরে বাঁধন দিব কি করে॥

বাঁধনে বাঁধন খাটেনা দিলেতা কভু আঁটেনা,
মায়ার বন্ধনে আগে মুক্ত কর্ মোরে ॥
ঘুচাইয়ে মোহের ধাঁধা ত্বরা খুলেদে এ বাঁধা,
তোর চরণে মন্‌কে বাঁধি সজোরে ॥ ২০।৮২ ॥

—o—

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

এই আনন্দে বসৎকরি।
যতই দুখ দেওমা আমায়
ততই যে তোমারে স্মরি ॥
সাধ মিটেনা ডেকে তোরে,
তাই কি রেখেছ ঘোরে,
অবশ বিবশ অঙ্গ দিবসে দেখি সর্ব্বরী ॥
খাওয়া সোওয়া উঠা বসা, দায় হয়েছে এইত দশা,
এঘোর কাল সঙ্কটে ভরসা তুই শঙ্করী ॥
যোগেন্দ্রের দিন শেষ, তাই হেন হীন বেশ,
এই বেশে তোর ধ্যানাবেশে,
যেন প্রাণ পরিহরি ॥ ২১।৮৩ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি।

তুমি যোগমায়া কুলকুণ্ডলিনী।
মাগো হলনা আমার যোগ, ভাগ্যে একি দুর্ভোগ,

একবার জাগ জাগ মূলাধারে এল যে কাল যামিনী॥
করি ভর তারে তারে, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে,
উঠ গো মা সহস্রারে তারিণী॥
ভাস শির-সরসিজদলে, হয়ে বীজস্বরূপিণী ॥
তবেই সমাধি মহাশান্তি যে পাই শ্যামা,
দেখি শ্যামল জ্যোতিতে ভরা মেদিনী।
জিনে শমনেরি রণে, সেই শ্যামল কিরণে,
যোগেন্দ্র ভাসুক ভবগেহিনী।
ঘোষুক জগৎজয় দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ২২।৮৪ ॥

—০—

ভূপালী—কাওয়ালী।

ধন্য মায়া বলিহারি।
কি খেলা খেল তুমি বুঝিতে না পারি।
ক্বচিৎ ধায় মা চিত পরিজন সঙ্গে,
হাস ভাষ পরিহাস প্রসঙ্গে,
কভু ভাষে নৈরাশ ত্রাস তরঙ্গে,
দুঃখে চক্ষে বহে বারি—
অন্ধকার সব হেরি।—
পুন, সে ধন্দ যায় চলি, দামিনী সম, দিন যামিনী,
কামিনী-প্রেম ভিকারী ॥

কভু—ওপদ পঙ্কজে প্রগাঢ় ভক্তি,
বিষময় বিষয়ে বিষম বিরক্তি,
পুন সে বিষে মাগো ঘোর আসক্তি,
সে বিষে আসব বারি।—
কভু চিত সঞ্চিত করি কিঞ্চিৎ ধন,
আশ্রিত জনে করে লাঞ্ছিত অকারণ,
গর্ব্বিত নহে কম, হিম পর্ব্বত সম,
সর্ব্বতোভাবে দুরাচারী ;—
গুরু লঘু দেখে না বিচারি ;—
পুন সে উচ্চপদ কাশগুচ্ছ সম,
তুচ্ছ ভাবি ভাবে সে পুচ্ছধারী ॥
এ খেলা ভঙ্গ দেগো শঙ্কররাণী,
নিদান সঙ্কটে শঙ্কিত প্রাণী,
রঙ্গ ঢঙ্গ রসপ্রসঙ্গ বাণী,
ভাল লাগেনা মা আমারি ;—
পড়েছে মা যোগেন্দ্র ভবাব্ধিস্রোতে,
শীঘ্র নে মা তুলে শ্রীচরণ পোতে,
আর সম্পদে সাধ নাই, সাধ তব সাধনাই,
তাহে বাদ সাধে ষড়্ বৈরি,
নিজগুণে নে মা নিস্তারি ;—

শমন দাপে সদা কাঁপে প্রাণ মোর, ঝাঁপে নয়ন
ঘোর তিমির বিথারি ॥ ২৩।৮৫ ॥

—o—

কালেংড়া—ঝাঁপতাল।

তাই আমারে ব'লে দেমা,
কিরূপ ধ্যান করি তোমার অনন্তরূপিণী শ্যামা ॥
কভু, দলিত অঞ্জন রূপে পদে দলিত করি হরে,
ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে নাচ হৃদি সরোজপরে,
শমনভয় যায় দূরে, হেরে ও রূপ নিরূপমা ॥
আবার লুকায়ে মা তমাল মসী তামসী তনু লাবণী
হসিত শশী বদনে কভু, অতসীবরণে জননী,
তাপিত হৃদি সুশীতল কর মা হরমনোরমা ॥
আবার নিমিলিত নয়নে দেখি মিলিত হয়ে শঙ্করে,
প্রেমভরে হেমবরণী বিহর হৃদি মন্দিরে,
দেখাও যুগলরূপে জগতে মা পবিত্র প্রেমমহিমা ॥
আবার—দেখি হৃদি কদম্বমূলে, মা তোয়,
শ্যামরূপে মোহন ঠামে, হেম মুকুর কান্তি
রাধা প্রেমময়ী প্রতিমা বামে,
স্বরূপবল যোগেন্দ্রেরে ঘুচায়ে
মনেরি কালিমা ॥ ২৪।৮৬ ॥

ভৈরব—একতালা।*

মাগো তুমি এখন জাগো আমি ঘুমাই।
হ'ল প্রভাতা যে নিশি, হাসে দশদিশি,
আমার—ঘুমাবার সময় আর যে নাই॥
ঐ দ্যাখ পাখী হরিনাম গানে,
ভাসায়ে দিতেছে অনন্ত বিমানে,
আহা—প্রেমের হিল্লোলে, তরুদল দোলে,
তাই দে'খে দে'খে সুখে নিদ্রা যাই॥
যে জন্যে জাগিনু হল মা বিফল,
বিকল করিল কলি কোলাহল,
হ'য়ে ঝালা পালা জুড়াইতে জ্বালা,
তোর কোলে শুতে চাই;—
হলাহলে মাগো ভরেছে এ দেশ,
পেতেছি যাতনা তাড়না অশেষ,
যোগেন্দ্রেরে আর দিওনা মা ক্লেশ,
বলে দাও রে মা কিসে শান্তি পাই॥ ২৫।৮৭॥

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং পদকর্ত্তুঃ প্রার্থনং নাম
সপ্তমোচ্ছ্বাসঃ।

---

* এই গীতটী পদকর্ত্তা স্বর্গারোহণের কয়েক দিন পূর্ব্বে রচিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

আগমনীর পরিশিষ্ট।

পদকর্ত্তার উক্তি সিংহ সম্বোধনে

১ম ভাগের ১ম খণ্ডের ১ম উচ্ছ্বাসের ৬নং গানের পরে গাইতে হইবে।

সিন্ধু—মধ্যমান। *

রে—অসুর সংহার রঙ্গত্যজে।
ওরে—সিংহ হ রে ভৃঙ্গ শঙ্করীপদ সরোজে॥
ওরে—যে পায় ভব-তারিণী পদ ছায়া,
রয় কি তার হিংসা দ্বেষ, কাম ক্রোধ লোভ লেশ,
দম্ভ মদ কি সম্পদ মায়া;—
ওযে—অনুরক্ত ভক্ত সেকি পর রক্ত পানে মজে॥
তাতে—ক্ষুদ্র নয় ও মহিষাসুর রুদ্রবলে বলীয়ান,
সাধে কি ও যুদ্ধ সজে হয়েছে আ'জ আগুয়ান,
ক'রে মরণ অঙ্গীকার বাম চরণ অম্বিকার,
অধিকার করেছে উগ্র তেজে;—

---

* এই কয়টী গীত ও অন্যান্য গীত পরে ক্রমে পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, প্রথমে পাইলে ১ম ভাগের ১ম খণ্ডেই দেওয়া হইত, এইক্ষণ ১ম ভাগের ২য় খণ্ডের শেষে বাধ্য হইয়া দেওয়া গেল, এই কয়েকটী গীত আগমনী বিষয়ক ১ম ভাগের ১ম খণ্ডের আগমনী গানের সঙ্গে গাইতে হইবে।

ও তুই দক্ষিণ চরণ পেয়েও এতদিন ;
জাতীয় স্বভাব দোষে, মাতি ঘোরতর রোষে,
ওর মত হ'তে নারিলি পদে লীন ;—
ঐ যোগেন্দ্র সেবিত পদ পেয়ে কে
ছাড়ে সহজে ॥ ১ ।

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান ।

চিরদিনের আশা এবার পূরাও পাষাণনন্দিনী ।
কিসে জানব দয়াময়ী বাসনা ফল প্রদায়িনী ॥
কাজ নাই মা রাজ অট্টালিকায়
পত্রের কুটীর সেও যে ভাল,
ধন পুত্রের নই ভিখারী চাইনে মা মণি রত্ন হেম,
চাইনে আয়ু আরোগ্য ক্ষেম,চাইমা কেবল
ভক্তি আর প্রেম, শক্তি পূজার স্বহায়িনী ॥
ভেসে ভক্তি প্রেমোচ্ছাসে (মা তোর)
প্রতিমা খানী,
হৃদয় মণ্ডপে যেন দেখ্‌তে পাই শঙ্কর রাণী,
নিতে কোটী বদনে সাধ ঐ দুর্গানাম,
আমায় দেরে মা অনন্ত-আঁখি প্রাণ ভরে
ওরূপ দেখি,
যেন, পোহায়না অনন্ত যুগ মা সুখ সপ্তমীর যামিনী ॥

এতদিন দুঃখ দিলে মা এখন চক্ষু মিলে চাও,
পতিত সন্তানে তারা শ্রীপদ তরণী দাও,
পাতকী ব'লে যোগেন্দ্রে ত্যজনা ;—
যদি না পুরাও এদীনের আশা,
মিছে হয় মা বেদের ভাষা,
কেউ আর ভবে বল্‌বে না তোয় কলি
কলুষ নাশিনী ॥ ২ ।

—o—

(মেনকার উক্তি)

বেহাগ—আড়া ।

নাথ—নিশি অবশেষে, জাগিয়ে কি ঘুমাইয়ে
কাঙ্গালিনীর বেশে উমায় হেরিলাম স্বপনাবেশে ॥
যেন বা কতই দুখে, কাঁদ কাঁদ চাঁদ মুখে,
আধ আধ মা, মা, বোলে
বসিল মোর কোলে এসে ॥
মায়ের নাই সে রূপেরি ছটা, চিকুরে বেঁধেছে জটা,
আর সে কিরণ ঘটা ঝলকে না হেসে হেসে ॥
সেই—যোগেন্দ্র মনোমোহিনী, আনন্দ বন শোহিনী
আমায়—ডুবায়ে বিষাদ নীরে, মিশায়ে
গেল নিমিষে ॥ ৩ ।

(মেনকার উক্তি)

বাহার—মধ্যমান।

যাও গিরি যাও আনিতে প্রাণ উমারে।
না হেরে সে বিধুমুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
তোমা বিনা আর দুখ জানাব বা কারে ॥
দিবা নিশি বার বার, কতই সাধিব আর,
কতই বা কাঁদিব পায়ে ধরে, (তোমার)
না জানি কি দিয়ে বিধি, গঠেছে তোমার হৃদি,
এত সাধনের নিধি ভু'লে আছ একেবারে ॥
দরিদ্রে সঁপে মেয়ে, বারেক দেখ না চেয়ে,
লোকে বা কি কবে হে তোমারে।
আমি—শুনেছি নারদের কাছে,
মা আমার যে সুখে আছে,
প্রায় দিন যায় অনাহারে ;—
যোগেন্দ্রে ব'লে ক'য়ে,
মেয়ে মোর এস ল'য়ে,
আর কত দিন আমি এ যাতনা রব স'য়ে,
বরষা বিগত হ'ল শরতো যে যায় বয়ে,
বছরের আশা ভরসা ভাসা'ওনা পাঁথারে ॥ ৪ ।

—·০—

(গিরিরাজের উমায় আনিতে কৈলাসে গমন)

সুরট মল্লার—একতালা।

শুভ—শারদ সুখদ প্রভাতে।
গিরি—স্মরিয়ে সৌরি, যায় আনিতে
গৌরীধনে, সচন্দন ত্রিদল হাতে॥

প্রতিপদ বিক্ষেপে, ওঠে প্রাণ কেঁপে কেঁপে,
ক্ষণে মন আনন্দে মাতে।
ক্ষণে চঞ্চল পদে, চলে অচল প্রমোদে,
ক্ষণে ধীরে ধায় ভাবনাতে॥

ভাবে—সম্বল কেবল, মাত্র নেত্রজল,
তুষ্ট কি হবে হর তাতে।
না আনিতে পারি যদি প্রাণ কুমারী,
পাষাণ ভাঙ্গিবে রাণী মাথে ;—
ভোলায় ভুলাব কিসে,
ভেবে তো পাইনে দিশে
ভোলে সে বিষে কি অমিয়াতে।
যোগেন্দ্র কয় হেসে, সহজেই ভুলিবে সে,
যে ধন রয়েছে তব সাথে॥ ৫।

———০———

(কৈলাস বর্ণন)

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

ভাবে বিভোর হিম গিরিবর, হেরে কৈলাস শৃঙ্গ।
হরিগুণ গায় গুণ গুণ স্বরে গুঞ্জরে যেন ভৃঙ্গ॥
কতই রম্য কুঞ্জ মাঝে, হেম হর্ম্ম্য কত বিরাজে,
যাইতে নেহারে, পথের দুধারে, কতশত শিবলিঙ্গ॥

দেখে, শত্রুভাব সর্ব্বথা ভু'লে,
ক্রীড়া করে সর্প নকুলে,
সখ্য ভাব বৃষ শার্দ্দূলে, প্রমোদে বিহরে সিংহ;—
কত—যোগী যতি তপী সন্ন্যাসী,
দণ্ডী অবধূত উদাসী,
ফেরে প্রেমানন্দে ভাসি, মস্তকে জটা পিঙ্গ॥

কত—ভূত প্রেত প্রমথ সঙ্গে,
ডাকিনী যোগিনী ফেরে রঙ্গে,
নাচে ভীষণ ভ্রুকুটী ভঙ্গে, চক্ষে ছোটে স্ফুলিঙ্গ;—
কত—গন্ধর্ব্বে গাইছে গান,
কিন্নর তায় ছাড়িছে তান
বম্ বম্ রব সহ বাজিছে, যোগেন্দ্রের শৃঙ্গ॥ ৬।

—০—

(মেনকার উক্তি।)

ভৈরবী—কাওয়ালি।

কনক বরণে তোর কে মসী ঢেলেছে। (মা)
কে তোর কপাল কোলে অনল জ্বেলেছে ॥
বাম করে করবাল কপাল ঢুলিছে ;—
কোন অভাগিনীর বল কপাল হেলেছে ॥
ছিল পরণে অরুণ চেলি তায়—
বিজুলী কেন খেলেছে ;—
খুলে বল সেই বসন তোর কে খুলে
ফেলেছে ॥ (মা)
বিকট অধরে তোর রুধির গলিছে (মা)
কি অপরূপ এরূপে তোর যোগেন্দ্র
ভুলেছে। (মা) ॥ ৭ ॥

—০—

(উমার উক্তি)

সুরট মল্লার—একতালা।

এ ভাব আমার বুঝবে কি মা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব, ভেবে পরাভব,
বেদে দিতে নারে সীমা ॥

কালে লয় সন্তানে, সয় না তা প্রাণে,
কালরাত্রি যোগে ভ্রমি তাই শ্মশানে,
সে কালে যে ডাকে, কোলে লই তাকে,
কাল ভয়ে ভাগে দেখে মোরে ভীমা ;—
মায়া মোর ভবে বোঝে কি মা কেউ,
কায়ায় মোর কাল সাগরের ঢেউ,
জলদ মোর অঙ্গে, তরঙ্গে তরঙ্গে,
ছড়াইয়ে পড়ে লুকায় চন্দ্রিমা ॥

শ্মশানে রই তাই সদাই তোর ত্রাস,
জলে স্থলে অনিল অনলে মোর বাস,
কি কব মা বাড়া, কোথায় আমি ছাড়া,
মহী মাঝে কে মোর জানে মহিমা ;—
সাধে কি যোগেন্দ্র ঐ রূপ ভালবাসে,
ওরূপ নৈলে সৃষ্টি পশে কালগ্রাসে,
সে নিগূঢ় রহস্য কইনে কার পাশে,
কে প্রকাশে বল আত্ম গরিমা ॥ ৮ ।

—০—

(মেনকার উক্তি)

সুরট মল্লার—একতালা।

তোরে কেহ কয় আদ্যা পুরাতনী।
তারা জানেনা প্রবীণা বিনা অন্য স্বরূপ তোর—
কেহ কয় নবীনা চির যৌবনী॥
কেহ কয় দশকরা, দশ আয়ুধ ধরা,
কেহ কয় চতুষ্করা করাল কুটিলাননী॥
কেহ কয় মেয়ে তোর, হর প্রেমে হয়ে ভোর,
শ্মশানে করে মা ভোর রজনী ;—
ত্যেজে সব আবরণ, পরে শব আভরণ,
করে রণ হয়ে ঘোর ঘনাভ্র নিভ বরণী॥
তখন নাকি ধ'রে খাঁড়া, স্বামীর বুকে হস্‌মা খাড়া,
কি আর কব মা বাড়া, তা শুনি ;—
অঙ্গ মোর যায় জ্ব'লে, মনে হয় বাঁচি ম'লে,
কত জনে কত ব'লে, বুকে মোর হানে অশনি॥
আমি তোর বালিকা বই,
অন্যরূপ আর দেখি কই,
আগের মতই দেখি হেম লাবণী ;—
অন্য রূপ ধরায় কে বল, দোষী কি যোগেন্দ্র কেবল
শুনে মা নয়নের জলে ভাসাই আমি ধরণী॥৯॥

(উমার উক্তি)

প্রসাদি সুর—একতালা।

এরূপ আমার দেখে কে বল।
এইত আশল রূপ জননী অন্যে
দে'খে নকল কেবল ॥

তোর মত কে ভাল বাসে, সম্ভাষে মধুর ভাষে,
তোর মত আমার আশে,
কেবা এমন হয় মা বিকল ॥

সবাই আমায় চির কালি, চির ছাড়ায়ে
সাজায় কালী,
অস্থরের বুক চিরায় খালি,
বুঝিনা তায় পায় বা কি ফল ॥

মিছে দোষও যোগেন্দ্রেরে,
সে আমার শ্যামা রূপ হেরে,
শবের মতন, মুদে নয়ন,
সার করে মা এ চরণতল ॥ ১০।

———o———
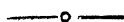
(মেনকার উক্তি)

টোরি ভৈরবী—কাওয়ালি।

কোন কালেই প্রবীণা দেখিনা তোকে।
আ'জ কালি কি চির কালি বালিকে
তুই আমার চোখে ॥
সেই—ঢল ঢল রূপ রাশি, সরল মধুর হাসি,
দেখে মা পুলকে ভাসি,পলকে ভুলি ভুলোকে ॥
দেখি—কনকে কমলের পারা,
মুখখানি তোর তেম্নিধারা,
আগের মত আঁখি তারা সুধার ধারা বরখে ;—
দেখি—কোমল করে তেমনি,
খাওরে মা ক্ষীর ননী,
চঞ্চল চলনে তোর তেমৃনি চপলা চমকে ॥
তেমৃনি আধ আধ বাণী, মধুর মা, মা, রব খানি,
জুড়ায় রে মা তাপিত প্রাণী,
তুলনা তার নাই ত্রিলোকে ;—
আগের মতই সব আছে,
থেকে মা যোগেন্দ্রের কাছে,
খাঁড়া ধরা শিখেছ যে,
মরিরে মা সেই শোকে ॥ ১১।

সম্পূর্ণ।